গৃহধর্ম্ম

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত

সপ্তম সংস্করণ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা
১৯৪১

মূল্য ১৲ টাকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে
শ্রীবরদাকান্ত বসু, সম্পাদক, কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সপ্তম সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন

স্বর্গীয় আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত 'গৃহধর্ম্ম' পুস্তকখানির ষষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। এখন ইহার সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

'গৃহধর্ম্ম' আচার্য্য শিবনাথের হস্ত হইতে নিঃসৃত গ্রন্থরাজির মধ্যে একখানি অতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আনুমানিক ১৮৮৯ সালে, যখন আচার্য্য শিবনাথের দেহমনের পূর্ণ পরিণত অথচ পূর্ণ সতেজ অবস্থা, তখন তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। পারিবারিক জীবনের যে উন্নত ও মহত্ত্বপূর্ণ আদর্শ এই গ্রন্থখানিতে আচার্য্য শিবনাথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও সেই উন্নত সমাজ সংস্কারের যুগের অনেক পরিবারে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানির ভাষা ও ভাব যেরূপ অনুপ্রাণনময়, এবং ইহাতে মানব জীবনের সমুদয় সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্যকে যেরূপ উন্নত ভূমি হইতে দর্শন করা হইয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব্ব। এই জন্যই আমরা আচার্য্য শিবনাথের রচনাবলীর মধ্যে ইহাকে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করি। পরিবারে, বিশেষতঃ বিবাহ উপলক্ষে, পরস্পরকে উপহার দিবার জন্য এরূপ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই সংস্করণ পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হইল; আশা করি ইহাতে আবালবৃদ্ধ সকলের পক্ষে পড়িবার সুবিধা হইবে। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের আরম্ভে পরিচ্ছেদের বক্তব্য বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র সূচী যোজিত হইল।

এই গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের।

কলিকাতা

ডিসেম্বর, ১৯৪১

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সূচী পত্র

			পৃষ্ঠা
১ম	পরিচ্ছেদ,	পরিবার	১
২য়	পরিচ্ছেদ,	গৃহধর্ম্মে রমণীর অধিকার ...	১৭
৩য়	পরিচ্ছেদ,	বিবাহ	২৭
৪র্থ	পরিচ্ছেদ,	গৃহদেবতা	৩৭
৫ম	পরিচ্ছেদ,	পতি পত্নীর সম্বন্ধ	৪৪
৬ষ্ঠ	পরিচ্ছেদ,	সন্তান পালন	৫৪
৭ম	পরিচ্ছেদ,	ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ	৬৭
৮ম	পরিচ্ছেদ,	জনক জননী	৭৩
৯ম	পরিচ্ছেদ,	প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ	৭৯
১০ম	পরিচ্ছেদ,	গৃহপালিত পশু পক্ষীর প্রতি কর্ত্তব্য ...	৮৩
১১শ	পরিচ্ছেদ,	অতিথি অভ্যাগতের প্রতি কর্ত্তব্য ...	৮৬
১২শ	পরিচ্ছেদ,	প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য ...	৯২
১৩শ	পরিচ্ছেদ,	বন্ধু ও বন্ধুতা	৯৭
১৪শ	পরিচ্ছেদ,	স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য ...	১০১
১৫শ	পরিচ্ছেদ,	পরিবারে ধর্ম্মসাধন	১০৫

গৃহধর্ম্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ—পরিবার

ঈশ্বরপ্রেমিক কি চক্ষে সংসারকে দেখিবেন। সংসার পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য শিক্ষাক্ষেত্র। পরিবারে ধর্ম্ম, প্রেম ও নির্দ্দোষ আমোদ। পরিবার ও সমাজকে ধর্ম্মের চক্ষে দেখা। স্বাধীনতা ও শাসনের সমাবেশ। পরিবারের কর্ত্তা যথেচ্ছাচারী হইবেন না। দায়িত্ব জ্ঞান, মন খোলাখুলি ভাব, উন্নত ভাব ও উন্নত আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার। বাহিরের সকল মহৎ বিষয়ের সঙ্গে যোগ। পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা। চারিটি শত্রু,—স্বার্থপরতা, নৃশংসতা, ক্রোধশীলতা, বিশ্বাস-ঘাতকতা। সুখী পরিবারের ছবি।

মায়াবাদী বৈদান্তিকের নিকট এ সংসার ইন্দ্রজালের খেলা-মাত্র। "কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ" —"তোমার স্ত্রী বা কে, তোমার পুত্র বা কে, এ সংসার অতি বিচিত্র!" কর্ম্মবাদী আস্তিকের নিকট এ সংসার কর্ম্মভোগের স্থান মাত্র। মানবজন্ম এক ঘোর বিড়ম্বনা, ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি! অনন্ত নরক-বাদী খৃষ্টীয়ের নিকট এ সংসার কুপিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষার স্থান মাত্র।

ঈশ্বর দেখিতেছেন, মানব, তুমি তাঁহার প্রদর্শিত পথে চল কি না। যদি না চল, পরিণামে অনন্ত নরক যন্ত্রণা। কিন্তু কৃপাবাদী ঈশ্বর-প্রেমিকের নিকট এ সংসার ভগবানের লীলাভূমি, তাঁহার করুণা ও প্রেমের বিধান, মানব জীবনের বাল্যাবস্থা ; এবং ইহা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব সাধনের স্থান।

প্রভু পরমেশ্বরের ন্যায় শিক্ষক কে ? আমরা তাঁহার বোঝা বহিতেছি, তাঁহার কার্য্যে খাটিতেছি, অথচ সে কার্য্যকে আমাদের নিজ কার্য্য মনে করিয়া সুখী হইতেছি ! এমন সুখী করিয়া শিক্ষা দিতে কেহ পারে না।

তিনি পুত্রের ভার মাতাদ্বারা বহাইতেছেন ; পত্নীর ভার পতির স্কন্ধে এবং পতির ভার পত্নীর স্কন্ধে দিতেছেন ; কার জন্য খাটি, কেন খাটিয়া মরি, কিছুই ভাবিয়া দেখিতেছি না, অথচ খাটিয়া সুখী হইতেছি ! এমন শিক্ষক আর কে ?

পক্ষীরা যেমন বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, শাবকদিগকে পালন করে, শেষে শাবকেরা উড়িয়া গেলে তাহারাও উড়িয়া যায়, মানবের গৃহ পরিবারকে তেমন ভাবিলে চলিবে না। বংশরক্ষা তাহাদের বাসা বাঁধিবার একমাত্র প্রয়োজন ; মানবের তাহা নহে। মানবের গৃহ ও পরিবার তাহার মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভের সোপানস্বরূপ হওয়া উচিত। ইহা তাহার প্রকৃতিকে সুস্থ ও সুখী, পবিত্র ও উন্নত করিবে, এ বিধাতার বিধান। যাহাদের দোষে গৃহ পরিবার মনুষ্যত্বকে বিকাশ না করিয়া কুণ্ঠিত করিবার পক্ষে সহায়তা করে, প্রকৃতিকে সুস্থ ও সুখী না করিয়া তিক্ত ও

বিষাক্ত করে, বিবাহ ও গৃহধর্ম্ম তাহাদের আত্মার অধোগতির কারণ হয়।

ধর্ম্মই সেতুস্বরূপ হইয়া মানব-সমাজকে ধারণ করিতেছে; সেই ধর্ম্মই সেতুস্বরূপ হইয়া গৃহ পরিবারকে ধারণ করিবে। ধর্ম্মকে ভুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া যাহারা গৃহ পরিবারে শান্তিলাভ করিতে চায়, তাহাদের চেষ্টা আলি ভাঙ্গিয়া ক্ষেত্রের জল রক্ষার চেষ্টার ন্যায়। অতএব পারিবারিক শাসন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ ধর্ম্মের নিয়ম ও প্রণালী গৃহমধ্যে রাখা অতীব কর্ত্তব্য।

পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম থাকিলে শিশুগণ সেই বায়ুতে বর্দ্ধিত হয়, নরনারীর ধর্ম্মোন্নতির সাহায্য হয়; সেখানে নির্দ্দোষ আমোদ থাকিলে মানব বাহিরের অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে পারে; সেখানে প্রেম থাকিলে বাহিরের অনেক প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। অতএব পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম, প্রেম, নির্দ্দোষ আমোদ, এই তিন পদার্থ সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয় ভাবিবে।

যে জাতির পারিবারিক সুখ ও পারিবারিক নীতি উৎকৃষ্ট, অপর সকল গুণ সে জাতিমধ্যে আপনাপনি ফোটে; এবং জগতের জাতি সকলের মধ্যে তাহারা সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি পায়। ইহা অতি সত্য কথা।

এতদ্দেশে ধর্ম্ম ও সংসার উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ দাঁড়াইয়াছিল যে, সর্ব্বপ্রকার বিষয় কার্য্য বর্জ্জন না করিয়া যে ধর্ম্মলাভ করা যায়, ইহা আমাদের বিশ্বাস হইত না। এদেশে

ধার্ম্মিক মাত্রেরই সন্ন্যাসের দিকে অল্প বা অধিক পরিমাণে মানসিক গতি দৃষ্ট হইত।

কিন্তু প্রকৃত কথা কি? স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-বেষ্টিত পরিবারের কথা দূরে থাকুক, বিষয় বাণিজ্যের কোলাহল, শিল্প সাহিত্যের উন্নতি, আমোদ প্রমোদের উচ্ছ্বাস প্রভৃতির মধ্যেও কি ঈশ্বরের কার্য্য কিছুই নাই? ঈশ্বরকে যে বিশ্বের পিতা মাতা বলি, তাহা কোন্ অর্থে? কৈ তিনি ত মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন না। যে অন্নের গ্রাসে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করিতেছি, তাহা ত কৃষক বপন করিয়াছে, শ্রমিক বহিয়াছে, বণিক আনিয়াছে, পাচক রাঁধিয়াছে; ঈশ্বর ইহার মধ্যে কোথায়? হে মানব! বিশ্বাসী হইয়া দর্শন কর, ঈশ্বরেরই হস্ত তাহার পশ্চাতে কার্য্য করিতেছে। শিশুর জন্য জননীর স্তনে দুগ্ধ ও হৃদয়ে স্নেহ দেখিয়া মুগ্ধ হও। কিন্তু এই সকল বিষয় বাণিজ্যের মধ্যেও মুগ্ধ হইবার কি কিছুই নাই? মাতৃহৃদয়ে স্নেহ না দিলে সন্তানের রক্ষা হইত না, ইহা যেমন বলিতে পার, মানব হৃদয়ে লাভের আশা ও সমদুঃখসুখতা না থাকিলে আমি অন্নবস্ত্র পাইতাম না, একথা কি বলিতে পার না? মাতৃস্নেহে যদি ঈশ্বরকে প্রতিবিম্বিত দেখ, তাহা হইলে বণিকের স্বার্থপরতাতেও কি ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত নন?

বিধাতার কি বিচিত্র শৃঙ্খলা! এক বার বিশেষ রূপে অনুভব করিয়া দেখ! তিনি মাতার ভিতর দিয়া দুগ্ধ দিতেছেন, বণিকের ভিতর দিয়া অন্নবস্ত্র দিতেছেন, শিক্ষকের ভিতর দিয়া

জ্ঞান দিতেছেন, সাধুর ভিতর দিয়া ধর্ম্মান্ন যোগাইতেছেন, এবং জনসমাজের বিবেকের ভিতর দিয়া সাধুতার পুরস্কার ও অসাধুতার তিরস্কার করিতেছেন।

জনসমাজকে যদি এই ধর্ম্মের চক্ষে দেখা গেল, তাহা হইলে পরিবার আমাদের চক্ষে কত সুন্দর হইয়া পড়িল। পরিবার সমাজের ভিত্তি। নাস্তিকতা যত প্রকার অনিষ্ট ফল উৎপাদন করে, তাহার মধ্যে একটি প্রধান এই যে, ইহা পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল করিবার প্রয়াস পায়। এই বন্ধনের মধ্যে বিধাতার যে গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে, তাহা তাহারা দর্শন করে না। ধর্ম্মবিহীন চক্ষে দেখ, পরিবার বন্ধনের রজ্জু ও নীচতার আলয়; ধর্ম্মের চক্ষে দেখ, পরিবার আত্মার স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি। স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি বই কি ?

চিনির বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলি এক একটি দানা বাঁধিল; দানা গুলি একত্র হইয়া এক একটি পিণ্ড হইল; আমরা বলিলাম মিছরির কুঁদা হইল। জনসমাজও সেইরূপ। চিনির প্রত্যেক পরমাণুর উপর ভৌতিক নিয়ম সকল যে প্রকার কার্য্য করিতেছে, প্রত্যেক মানবের মনে সেইরূপ আধ্যাত্মিক নিয়ম সকল কার্য্য করিতেছে। তাই বলি, যে রজ্জুতে পরিবার মধ্যে পরস্পরে বাঁধা আছি, তাহা ঈশ্বর-নির্ম্মিত।

প্রাতঃকালে বৃক্ষের পত্রে যে এক বিন্দু শিশির পড়িয়া থাকে, লক্ষ্য করিয়া দেখ, সেই নির্ম্মল জল-স্ফটিকের মধ্যে অনন্ত আকাশের নীলিমার বিচিত্র আভা ও প্রাতঃসূর্য্যের বিমল

কিরণের জ্যোতি একত্র মিলিয়া কেমন অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছে! তেমনি, হে মানব, তুমি যখন প্রীতি, সদ্ভাব ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া নিজ প্রণয়িনীর পার্শ্বস্থ হও, যখন তুমি বাৎসল্যে পূর্ণ হইয়া ঘন ঘন ক্রোড়স্থিত শিশুর মুখ চুম্বন কর, যখন গৃহাগত বন্ধুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আতিথ্য ও সৌজন্য প্রকাশ কর, তখন শিশির-বিন্দু-সমান তোমার হৃদয়স্থিত সেই সকল সদ্ভাব-বিন্দুর মধ্যে ধার্ম্মিক জন অনন্ত জীবনের ঘন নীলিমার আভা ও পবিত্র-স্বরূপের পবিত্রতার জ্যোতি একত্র মিশ্রিত দেখিতে পান। তুমি দেখ না, শিশিরবিন্দুও দেখে না।

লাভের আশা আছে বলিয়াই বণিক শীত, গ্রীষ্ম, অনাহার প্রভৃতি সহিতে পারে; সেইরূপ প্রণয়, বাৎসল্য, বন্ধুত্ব প্রভৃতির সুখ পাই বলিয়াই আমরা জনসমাজের বিবাদ বিরোধ গ্লানি শত্রুতা প্রভৃতি সহ্য করিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত সদ্ভাবগুলিই জনসমাজের মধু। এগুলি হরণ কর, জনসমাজ মধুবিহীন পাত্রের ন্যায়। ধর্ম্মের বন্ধু, মানবের প্রকৃত হিতৈষী ও জগতের সুখেচ্ছু যিনি যেখানে আছেন, সকলেরই এই সকল পারিবারিক সদ্ভাবের রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য কায়মনে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান সময়ে কুশিক্ষা নিবন্ধন অনেক স্থলে এইগুলির ব্যাঘাত দৃষ্ট হইতেছে। এক সম্প্রদায় নাস্তিক মনে করেন দাম্পত্য সম্বন্ধ ও গৃহ পরিবার, এ দুটি প্রাচীন কালের কুসংস্কার।

অনেক লোক কেবল বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের চালনা করিয়া হৃদয়-বিহীন হইয়া শিক্ষিত হয় এবং পরিবার মধ্যে স্বার্থপরতা ও নৃশংসতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে।

অনেকের আবার এরূপ সংস্কার আছে যে পরিবার ভয়ানক ভার-স্বরূপ ; এবং তদ্দ্বারা স্বাধীনতারও হানি হয় ; অতএব এ বন্ধনের মধ্যে হঠাৎ না যাওয়া ভাল। স্থল বিশেষে নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের পক্ষে নিয়ম এই, এবং সত্য কথাও এই যে, পরিবার-বন্ধনে বদ্ধ হইলে যে লাভ হয়, তাহাতে সকল ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে। হে মানব, আর কিছু না হউক শ্রমান্তে পত্নীর প্রীতিপূর্ণ মুখ দর্শনের এবং শিশুদিগের অপরিস্ফুট ভাষা শ্রবণের সুখ স্মরণ কর। বল দেখি, মানবের সুখের সমষ্টি যাহাতে বৃদ্ধি করে তাহা কি লাভের বস্তু নয় ? কেবল কি সুখ ? গৃহ পরিবার মানুষের হৃদয় মনে যাহা আনিয়া দেয়, মানুষকে যেরূপে গড়ে, তাহার তুলনাতে ইহার আনুষঙ্গিক ক্লেশ সামান্যই মনে হয়।

পরিবারটি কিরূপ হইবে ? সেখানে স্বাধীনতা থাকা চাই, অথচ শাসন থাকা চাই। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে মনুষ্যের মন সুখে থাকে না, হৃদয়ের বিকাশ হয় না ; তাহা বিদেশ ও যমের বাড়ী। কিন্তু যে স্বাধীনতাতে উচ্ছৃঙ্খলতা উৎপাদন করে, তাহাও পারিবারিক সুখের বিষ-স্বরূপ। অতএব প্রকৃত ভাল পরিবারের লক্ষণ এই যে, সেখানে যুক্তি-সঙ্গত স্বাধীনতার সহিত যুক্তি-সঙ্গত শাসন আছে।

যেখানে স্বাধীনতা ও প্রীতি দুই একত্রে কার্য্য করে, মানবাত্মার উন্নতি ও মানব হৃদয়ের সুখের পক্ষে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন।

পুত্র কন্যাদিগকে খেলিতে দেও, যথেচ্ছ বিহার করিতে দেও, অসংকোচে মিশিতে দেও, কিন্তু দুইটি চক্ষুকে প্রহরী রাখ। নিজ চক্ষু যেখানে যাইতেছে না, দুইটি চক্ষু ধার করিয়া প্রহরী পাঠাও। সাবধান! তাহারা যেন না জানে যে পাহারা দিতেছ, তাহা হইলেই তাহাদের স্বাধীনতা সুখটুকু গেল। চক্ষের প্রহরী অপেক্ষা তোমার চরিত্রের প্রভাবদ্বারা ও তাহাদের নিজের ধর্ম্মভাবদ্বারা সুরক্ষিত কর। সেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ন্যায্য আমোদে বাধা দিও না, বরং সাহায্য কর। একের সুখে সকলকে অংশী কর, পরিবার বড় সুখের স্থান হইবে।

তুমি যত বড় হও না কেন, একটি ৫ বৎসরের শিশুকেও তোমার দোষ দেখাইতে দেও, বিরক্ত হইও না। যদি বিরক্ত হও, সকলকে কপট করিবে; তোমারও সংশোধন হইবে না।

যথেচ্ছাচারী রাজা হওয়া কোন স্থানে ভাল নয়; যদি কোন স্থান ইহার বিশেষ অনুপযুক্ত থাকে, তাহা পরিবার। যেখানে যথেচ্ছাচার সেখান হইতে প্রেম অন্তর্হিত হয়। পরিবারস্থ প্রত্যেকের সুখ দুঃখের প্রতি যাঁহার জাগ্রত দৃষ্টি, সকলের বিনা বেতনের সেবক হইতে যিনি প্রস্তুত, তিনিই পরিবারের প্রভু হইবার উপযুক্ত।

মানব-চরিত্রের যে সকল সদ্‌গুণে সমাজ বড় হয়, বা জাতীয় জীবন উন্নত হয়, তৎসমুদয়ের শিক্ষা ও বিকাশের স্থান গৃহ পরিবার। ভাবিয়া দেখ, সন্তানদিগের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব জ্ঞানে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার শিক্ষা, বাৎসল্যে নিঃস্বার্থতার শিক্ষা, তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তাতে মিতব্যয়িতা ও পরিণামদর্শিতার শিক্ষা, তাহাদের চরিত্র গঠনের চিন্তাতে আত্মসংযমের শিক্ষা। এই ত গেল পিতামাতার শিক্ষা। সন্তানদিগেরও কম শিক্ষা নহে; পিতা মাতার সন্নিধানে থাকিয়া ভক্তির শিক্ষা, ভাই-ভগিনীর কাছে থাকিয়া নিঃস্বার্থতা ও ন্যায়পরতার শিক্ষা, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যাতে বিনয় ও পরসেবার শিক্ষা, পিতামাতার শাসনে সত্য ও নীতিপরায়ণতার শিক্ষা। এ সকল শিক্ষা পুস্তকের বা মুখের শিক্ষা নহে; বাস্তব ঘটনার সংঘর্ষণে চরিত্রের গূঢ় বিকাশ। এই ত প্রকৃত শিক্ষা। নিবিষ্টচিত্তে ভাবিলেই দেখা যাইবে, গৃহ পরিবারের সৃষ্টি মানব-চরিত্রকে জগতে কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য বিধাতার সম্পূর্ণ বিধান।

এই যে সন্তানগণের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব জ্ঞান, ইহার ন্যায় মানব-চরিত্রকে গড়িবার জিনিস অল্পই আছে। যে নারী পতিতা ও জনসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছে, আহা, তার শিশুটি তার কোলে দিয়া তাহাকে একটু নিরাপদ স্থানে নিশ্চিন্ত মনে বসিতে দেও, দেখিবে, হয়ত সেই শিশু তাহাকে পাপপ্রবৃত্তির উপরে তুলিবে। যে পুরুষ পাপাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল, সন্তানগণের প্রতি এক বার তাহার ভালবাসা জন্মুক, ও তাহাদের

কল্যাণচিন্তা এক বার তাহার হৃদয়ে বসুক, দেখিবে, আপনি সে আপনাকে সংযত করিবে।

এই কারণে যে সামাজিক ব্যবস্থাতে এই দায়িত্ব জ্ঞানকে জমিতে ও ঘনীভূত হইতে দেয় না, তাহা মানব-চরিত্রের ও সমাজের নীতির উন্নতির বিরোধী। বহু-বিবাহ পিতামাতার দায়িত্ব জ্ঞানকে ঘনীভূত হইতে দেয় না, এজন্য তাহা সামাজিক পাপ ও ব্যাধি বিশেষ। পারিবারিক সুখ ও উন্নতির এই কণ্টক সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

একত্রে আহার, একত্রে বিহার, সুখ দুঃখের সমভাগ, মন খুলিয়া কথা কহা, নির্দ্দোষ আমোদে সকলের যোগ দেওয়া,—পরিবার মধ্যে এই সকল থাকিলে পরস্পরের মধ্যে এমন নৈকট্য ও এমন প্রাণের যোগ স্থাপিত হয় যে, তৎপরে অতি বৃদ্ধাবস্থাতে পৃথিবীর অপর পার্শ্বে গেলেও সেই যৌবনকালের বাড়ীর কথা মনে হইয়া চক্ষে জল পড়ে; হৃদয় মনের সকল সাধুভাব জাগিয়া উঠে।

এদেশে কি বিপরীত দৃশ্য! প্রবীণ পিতা ও বয়স্থ পুত্র, উভয়ের মধ্যে কত যোজন পথ! একের মনের ভাব অপরের অপরিজ্ঞাত। পিতার আবির্ভাবেই সন্তানের গাম্ভীর্য্য রসের আবির্ভাব, নিস্তব্ধ মৌনভাব! মুখে হাস্য নাই, মন খোলা নাই, আমোদ প্রমোদ নাই, সময় ভার-স্বরূপ বোধ হইতেছে! কর্ত্তা উঠিয়া গেলে বাঁচি, সমবয়স্কদিগের সঙ্গে দুই দণ্ড কথা কই।

বয়স্থা ভগিনী বয়স্থ ভ্রাতা হইতে কত দূর! দাদার সহিত আর মন খুলিয়া কথা হইবার উপায় নাই, আর আমোদ কৌতুক নাই; আর হাস্য পরিহাস নাই; সুখ দুঃখের কথা নাই। ভগিনীর সঙ্গে দুই দণ্ড থাকা অপেক্ষা সমবয়স্ক পুরুষদিগের সঙ্গে দুই দণ্ড থাকিলে সময়টা ভাল যায়। যে দেশে পরিবারের ভিতরের ভাব এই, সে দেশে পরিবার কাহাকে বলে তাহা আজও লোকে জানে না।

বাল্যবিবাহ ভাই ভগিনীকে শৈশবে বিচ্ছিন্ন করে; যৌবন কালে, যে সময়ে হৃদয়ের ভালবাসা সতেজ হয়, তখন তাহারা একত্র থাকিতে পায় না। ইহাও পারিবারিক সুখের মহৎ প্রতিবন্ধক।

বিশ্বাসের দৃঢ়তা, সত্যের প্রতি প্রবল আস্থা, কর্ত্তব্যের প্রতি অটল অনুরাগ, এ সকল সদ্‌গুণ সর্ব্বত্রই প্রয়োজন। কিন্তু পরিবার মধ্যে যেরূপ প্রয়োজন, এমন আর কুত্রাপি নয়,—বিশেষতঃ এখনকার সুসভ্য সময়ে। এখন সংবাদপত্রের বহুল প্রচার, মুদ্রাযন্ত্রের অবিশ্রান্ত শ্রমশীলতা, সভা ও সমিতি সকলের অবিরত চেষ্টা, এই সকলের দ্বারা অনেক বাহিরের তরঙ্গ পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং লোকের বিশ্বাস-ভূমিকে আন্দোলিত করিতেছে। এরূপ সময়ে পরিবারকে সন্তানগণের সুশিক্ষার স্থান করিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং সত্যনিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন।

ন্যায়, প্রীতি, পবিত্রতা, উদারতা, সত্যনিষ্ঠা এই ভাবগুলি

যে পরিবারের বাতাসের মধ্যে মিশ্রিত থাকে, সে বাতাস এক দিন সেবন করিলে এক জন আগন্তুক ব্যক্তিরও হৃদয় মনের উন্নতি হয়।

অতএব, মানব, যদি তুমি বুদ্ধিমান হও, তাহা হইলে পরিবার মধ্যে কি খাও, কি পর, সে জন্য তত ব্যস্ত হইও না, কে কি ভাঙ্গিল, কে কি ছিঁড়িল সে জন্য তত চিন্তিত হইও না; নীতির ও ধর্ম্মের উন্নত নিয়মগুলি পরিবারের অস্থিমজ্জাতে বসিতেছে কি না তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখ।

যদি তোমার গৃহিণী দশ সহস্র টাকার অলঙ্কার পরেন, কিন্তু দুঃখীর দুঃখের জন্য তাঁহার চক্ষে এক বিন্দুও জল না থাকে, যদি তোমার পুত্র কন্যা পদ্ম ফুলের মত সাজিয়া বেড়ায়, কিন্তু স্বার্থপরতা ও অহঙ্কারের মূর্ত্তিস্বরূপ হয়, তবে সে ধন পাইয়া তুমি হর্ষ করিবে কি শোক করিবে, তাহা চিন্তা কর। আমি বলি, তুমি শোক কর।

তুমি স্ত্রীর গলে সোণার হার দিতে না পার, তাঁহার প্রাণে সৎ সঙ্কল্প জাগাইয়া দিও। স্বর্ণ অপেক্ষা মনুষ্যত্ব কি প্রার্থনীয় নয়?

হে জগদীশ্বর! গৃহের মধ্যে আমার সন্তানেরা আর কিছু না দেখুক, এই মাত্র দেখুক যে আমি অধর্ম্মকে বড় ভয় করি, অন্যায়ের গন্ধ থাকিলে তাহাতে আমার হাত পা উঠে না; এবং সাধুতাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। তাহা হইলেই আমার পরিবার মধ্যে থাকিয়া তাহারা মানুষ হইবে।

সাধুতাদ্বারা অসাধুতাকে পরাজয় করিতে পারিলে কত আনন্দ! যে সাধু এ সংগ্রাম কখনও করিয়াছেন, তিনিই জানেন পৃথিবীর সাম্রাজ্য দিলেও এত সুখ হয় না। এই দেবত্ব দেখাইবার প্রকৃত স্থান পরিবার। নিজ পরিবার মধ্যে যিনি সাধুতা দ্বারা সকল প্রকার অসাধুতাকে পরাজিত করিয়াছেন, সে বীর পুরুষ যখন জনসমাজে আগমন করেন, তখন তুমি আমি তাঁহার মুখ দেখিয়াই পরাজয় স্বীকার করি।

অটল সাধু ইচ্ছা ঐশ্বরিক ভাব। পরিবার মধ্যে অপরের বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়াও যাঁহার সাধু ইচ্ছা অটল থাকে, তিনি ঈশ্বরের অংশ। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করিবার অধিকার তাঁহার আছে।

তারপর আর একটি কথা। সমগ্র সমাজে যে উন্নতি প্রার্থনীয়, এক একটি পরিবারে তাহা সাধন করিতে হইবে। বাহিরে সমাজে যে কিছু সৎ বিষয়ের আলোচনা বা কল্যাণকর প্রস্তাব চলিতেছে, প্রত্যেক পরিবারের তাহার সহিত যোগ থাকা আবশ্যক। এ কারণে পরিবার মধ্যে এমন একটি স্থান ও এমন সময় থাকা আবশ্যক, যখন সকলে সমবেত হইয়া সর্ব্ববিধ কল্যাণকর প্রস্তাবের আলোচনা করা যাইতে পারে। সামাজিক উন্নতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি পরিবার গঠন করা হয়, তাহা হইলে তাহার সন্তানগণ স্বার্থপর ও ক্ষুদ্রাশয় হইয়া বর্দ্ধিত হইবে; আপনাদের সুখ ও স্বার্থের অতীত কিছু জানিবে না। সে কি ভাল?

পারিবারিক শান্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ভাবিতে হইবে। এজন্য অর্থ ও সামর্থ্যের বহু ক্ষতিকেও ক্ষতি মনে করা উচিত নহে। এক গৃহে একত্র দশ দিন থাকিলেই মানুষ মানুষকে চিনিয়া লয়। যখন এক বার বুঝিবে কার প্রকৃতি কি, তখন সেটুকুকে মনে লইয়া পারিবারিক বন্দোবস্ত কর, শান্তি মিলিবে। পারিবারিক শান্তি বহুল পরিমাণে সময় ও কাজের সুব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। গৃহস্থালির প্রত্যেক কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় ও দিন রাখ, সেই সময়ে বা সেই দিনে তাহা করিবার অভ্যাস কর, ক্রমে দেখিবে মুস্কিল বোধ হইবে না; অথচ পারিবারিক অশান্তির বহু কারণ দূর হইবে।

পারিবারিক সুখের চারিটি পরম শত্রু আছে। (১ম) স্বার্থপরতা, (২য়) নৃশংসতা, (৩য়) ক্রোধশীলতা, (৪র্থ) বিশ্বাস-ঘাতকতা। যিনি নিজের সুখই অধিক দেখেন, পরকে সুখী করিয়া সুখী হইতে জানেন না, বিন্দুমাত্র নিজের সুখ বা অসুবিধার ব্যাঘাত হইলে বিরক্ত হন, এবং অপরের ঘোর অসুবিধা হইলেও নিজের সুবিধা হউক, এই ইচ্ছা করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনি যে পরিবারে থাকেন, তাহার অসুখ বৃদ্ধির কারণ হন। স্বার্থপরতার ন্যায় নৃশংসতা একটি পরম শত্রু। পরিবারস্থ কেহ ক্লেশে আছেন, তাহা প্রাণে বাধিতেছে না; যতক্ষণ নিজের সুখের ব্যাঘাত নাই, ততক্ষণ অন্যের রোগ শোকের দিকে দৃষ্টি নাই। এরূপ লোককে লইয়া পরিবারের সুখ হয় না। তৃতীয়, ক্রোধশীলতা; অল্পে যে ব্যক্তি বিরক্ত হয়, সর্ব্বদাই তর্জ্জন গর্জ্জন

করে, উপদ্রব করে, সেরূপ ব্যক্তি পরিবারের কণ্টকস্বরূপ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পারিবারিক সুখের শত্রু বিশ্বাস-ঘাতকতা। হে মানব, সাবধান, এমন কর্ম্ম কখনও করিও না। বিশ্বাস ভিন্ন ডাকাতদিগের ডাকাতি চলে না; তোমার পরিবার কিরূপে চলিবে? পরিজনদিগকে প্রতারণা পূর্ব্বক নিজের কোন স্বার্থসাধন করা, পত্নীকে প্রতারণা পূর্ব্বক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, এমন বিষ নিজ গৃহে প্রবিষ্ট করিও না।

যেমন সকলে মিথ্যাবাদী হইলে জনসমাজ থাকে না, কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে না পারাতে সমাজের কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়, তেমনি নরনারীর পবিত্রতা না থাকিলে পরিবার থাকে না। যে পত্নীকে বিশ্বাস করিতে পারি না, বা যে পতিকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার সঙ্গে থাকা সসর্প গৃহে থাকার ন্যায়। কখন কি হয়! কখন কি হয়! বিশেষ নারীর অপবিত্রতাতে পারিবারিক ও সামাজিক সকল সম্বন্ধে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করে। এই জন্য ভাবিতে হইবে যে জোঁকের মুখের পক্ষে লবণ যেমন, পয়োকুম্ভের পক্ষে গোমূত্র যেমন, গৃহধর্ম্মের পক্ষে অপবিত্রতা তেমন। যদি সমাজ রাখিতে চাও, মিথ্যাকে ঘৃণা ও দমন কর; যদি গৃহ পরিবার রাখিতে চাও, অপবিত্রতাকে ঘৃণা ও দমন কর। সমগ্র নারী সমাজের উচিত অপবিত্র পুরুষের বিষম শত্রু হওয়া; সমগ্র পুরুষ-সমাজের উচিত অপবিত্রা নারীর বিষম শত্রু হওয়া।

একটি পরিবার দেখিলাম,—তাহার গৃহস্বামী বড় মিষ্ট

লোক। তাঁহার হৃদয়টি ভালবাসাতে পরিপূর্ণ। নিজের স্ত্রী পুত্রের কথা দূরে থাকুক, পরের সন্তান যদি ঘরে থাকে, নিজ সন্তানের ন্যায় অকৃত্রিম ভালবাসার অংশী হয়। তাঁহার মুখটি সর্ব্বদা প্রণয় ও আনন্দের শোভাতে প্রফুল্ল। পত্নীর প্রতি কত অনুরাগ, সন্তানদিগের প্রতি কেমন বাৎসল্য, দাস দাসীর প্রতি কেমন মিষ্ট ব্যবহার! ইহার সহিষ্ণুতার যেন সীমা পরিসীমা নাই; নিতান্ত উত্যক্ত হইলেও মুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয় না। এই গৃহস্থের গৃহিণীও তদনুরূপ। তাঁহার শরীরের কান্তি যেমন কমনীয়, অন্তরের প্রকৃতিও তেমনি সুন্দর। ইনি সুস্থ, সবল ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত; গৃহকার্য্যে সুদক্ষ, ও পতি পুত্রের সেবাকে পরম সুখের কারণ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পতির সহিত গাঢ় প্রণয়ের যোগ। পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়ের হৃদয় এক হইয়া শিশুদিগকে রক্ষা ও পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত আছে। তাঁহাদের উভয়ের যে প্রণয়, তাহারই উপরে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। নিত্য তাঁহাদের গৃহে ঈশ্বর-পূজা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের পূজার আনন্দ আবার তাঁহাদের পারিবারিক সুখকে দশগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গৃহধর্ম্মে রমণীর অধিকার

নারীর জন্যই গৃহ ও জনপদের সৃষ্টি। গৃহ মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান তাঁহার। পুরুষ গৃহের রক্ষক ও গৃহকর্ম্মে মন্ত্রী; কদাচ গৃহের রাজা নহেন। অবরোধপ্রথা—পারিবারিক সুখ ও পারিবারিক সম্বন্ধের পবিত্রতা, উভয়ের শত্রু। উন্নত সমাজে পুরুষ ও নারী মুক্ত ভাবে অথচ সংযত ও পবিত্র ভাবে পরস্পরের সহিত মিশেন। নারীর ধৈর্য্য, লজ্জা, প্রেম। নারীর জন্য নিরুদ্বেগ ও শান্তিময় স্থান প্রয়োজন। নারীর স্নেহ দয়া কেবল পরিবার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষে বিবাহই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু জনসমাজে অনিবার্য্যরূপে অনেককে অবিবাহিত থাকিতে হইবে। পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ বিষয়ে তিন প্রকার দৃষ্টি।

রমণী গৃহধর্ম্মের লবণ স্বরূপ; তাঁহার অভাবে গৃহধর্ম্মের স্বাদ থাকে না।

নারী কুল-স্থিতির মূল কারণ। তাঁহারই কারণে কুল, বংশ, গ্রাম, জনপদ, প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শিশুগণকে লইয়া অসভ্যতার প্রাণ-সংশয় অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না বলিয়া গৃহ, পল্লী, গ্রাম প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল।

জগদীশ্বর তাঁহাকে গর্ভধারণ ও সন্তান-পালনের ভার দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। (১ম) নিরুপদ্রব স্থান, (২য়) সবলের আশ্রয়, (৩য়) সন্তান-

গণের আহার। এই তিনটিই সকল প্রকার পারিবারিক শৃঙ্খলার ভিত্তি স্বরূপ।

ঐ দুইটি ভার থাকাতেই, রমণী দৈহিক শ্রম ও বহুসময়-সাধ্য কার্য্যে কিয়ৎ পরিমাণে পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়াছেন।

রমণীর জন্য যখন গৃহের সৃষ্টি, তখন গৃহ মধ্যে সর্ব্ব প্রধান স্থান তাঁহার, তৎপরে অপরের; অর্থাৎ তাঁহার সুখ ও স্বচ্ছন্দতা সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য। এই জন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ", নারীগণ যে গৃহে সমাদৃত হন, দেবতাগণ সেই গৃহের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। রমণীর নেত্রাসারে যে গৃহের ভূমি সিক্ত হয়, সেই গৃহে কল্যাণ নাই।

পরিবার মধ্যে পুরুষ স্ত্রীর এবং শিশুদিগের সুখ শান্তির রক্ষক স্বরূপ থাকিবেন; কিন্তু রাজত্ব করিবার অধিকার তাঁহার নহে। যদি তিনি প্রজাপীড়ক রাজা হইয়া বসেন, সেই স্বার্থপর পুরুষ বিধাতার চক্ষে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

আর একটা কথা আছে। পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র বহু-বিস্তৃত। বিষয় বাণিজ্য, আইন আদালত, রাজনীতি,—সমুদয় তাঁহার জন্য রহিয়াছে। ইহার এক একটি যেমন তাঁহার শ্রম ও কার্য্যের ক্ষেত্র, তেমনি ইহার এক একটি তাঁহার চিত্তের বিনোদনের ও সুখের এক একটি দ্বারস্বরূপ। সুতরাং পুরুষের রাজত্ব করিবার স্থান ও অবসর বাহিরে অনেক রহিয়াছে। গৃহটি ভিন্ন নারীর বিহারের ক্ষেত্র আর নাই। সেটি যদি তাঁহার অসুখের স্থান

হইল, তবে হায় তাঁহার জন্য আর কি রহিল ? অতএব পুরুষ, তুমি যদি হৃদয়বান ও ধর্ম্মভীরু লোক হও, তবে এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটুকুর মধ্যে বিষ ঢালিও না।

আর একটা কথা মনে রাখিও। গৃহের মধ্যে রাজত্ব করিতে হইলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়, তাহা তোমার পক্ষে ভারস্বরূপ। নারী, যিনি চব্বিশ ঘণ্টা গৃহের মধ্যেই আছেন, তাঁহার পক্ষে তাহা সহজ; অতএব নারীকে গৃহ মধ্যে সম্পূর্ণরূপে রাজত্ব করিতে দেওয়া তোমারই কল্যাণের জন্য। তুমি ঘরে আসিয়া খাও, দাও, ঘুমাও, ভালবাস ও ভালবাসা লও,—অবশিষ্ট কাজ পত্নীর হস্তে রাখ। তুমি কেবল মন্ত্রী ও সহায় থাক।

তাই বলি, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত না করিয়া, পরিবার মধ্যে নারীর সুখের উপায় যত দূর করিতে পারা যায়, তত দূর করা ধার্ম্মিক পতির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধার্ম্মিক পতি পত্নীকে ধর্ম্মের চক্ষে দর্শন করেন এবং দাম্পত্য সম্বন্ধকে স্বর্গীয় ব্যাপার বলিয়া অনুভব করেন।

রমণীর প্রসন্ন মুখের শোভাই গৃহের অন্ধকার দূর করে; অতএব গৃহের এমন কোন স্থান থাকা উচিত নয়, যেখানে রমণীর গতিবিধি থাকিবে না। অবরোধ প্রথা পারিবারিক সুখের পরম শত্রু।

শ্রদ্ধাই নরনারীর সম্বন্ধের পবিত্রতার ভিত্তি। পরস্পরের প্রকৃতির সদ্‌গুণ সকল দেখার উপর শ্রদ্ধা নির্ভর করে;

পরস্পরের সহিত মিশার উপর পরস্পরের দোষ গুণ দেখা নির্ভর করে ; অতএব অবরোধ প্রথা নরনারীর সম্বন্ধের পবিত্রতার পথে মহান বিঘ্নস্বরূপ।

রমণীর সরল হৃদয় ও প্রেমই আমাদের গৃহধর্ম্মের প্রধান সুখকর পদার্থ। তাহার মধ্যে বাস করিলেও হৃদয় উন্নত হয় : সুতরাং অবরোধ প্রথা নারীগণকে দূরে রাখিয়া, পরিবার ও গৃহমধ্যে এই পবিত্র ভাব প্রকাশিত হইতে দেয় না।

এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক বিদেশে বাস করিতেন ; সেখানে এক সম্ভ্রান্ত গৃহের একটি বালকের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল। সেই গৃহের কর্ত্রী ও বধূগণ সর্ব্বদা সেই ব্রাহ্মণ বালকের দরিদ্রতা ও ক্লেশের কথা শুনিতেন। অবশেষে তাঁহাদের দয়ার্দ্র হৃদয়ে বড় ক্লেশ হইতে লাগিল। তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণ বালকটিকে আপনাদের বাড়ীতে থাকিতে বলিলেন এবং আপনারা তাঁহার মাতা ও ভগিনীর স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহার পীড়া হইলে মায়ের ন্যায় রাত্রি জাগরণ করিতেন, বধূগণ অসঙ্কোচে তাঁহাকে দেবর ও পরমাত্মীয়ের ন্যায় দেখিতেন। সেই ব্রাহ্মণ বালক এখন প্রৌঢ়াবস্থাপ্রাপ্ত। বহুকাল সে দেশ ছাড়িয়াছেন, কিন্তু এখনও সেই পরিবারের নাম করিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, এবং আনন্দে মন বিহ্বল হয়। জন্মের মত নারীজাতির চরিত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। অবরোধ প্রথা না থাকিলে আরও কত লোক পরের গৃহে মাতা ও ভগিনী পাইতেন।

নারীর প্রফুল্ল মুখ, তাঁহার রূপের সুস্নিগ্ধ কমনীয়তা ও তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ, এইগুলি জ্যোৎস্নার ন্যায় সংসারের স্বার্থ, উত্তেজনা, বিরোধ প্রভৃতির উত্তাপ-তাপিত চিত্তকে শীতল করে। অবরোধ প্রথা আমাদিগকে এই সুখে বঞ্চিত করে, সুতরাং ইহা নিন্দনীয়।

বালক বালিকা মুক্তভাবে এক সঙ্গে মিশিবে, অথচ পিতা মাতার চক্ষু তাহাদের উপর থাকিবে; তাহাদের ন্যায়সঙ্গত আমোদ প্রমোদে আমরা বাধা দিব না, অথচ অন্যায়ের রেখাতে পদার্পণ মাত্র শাসন করিব। এইরূপে এক সঙ্গে মিশিয়া যাহারা বর্দ্ধিত হয়, তাহারাই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করে, এবং সেই শ্রদ্ধার উপরেই নরনারীর সম্বন্ধের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, ইহাদের চরিত্রের পবিত্রতার বিষয়ে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ভাল মন্দ উভয়কে জানিয়া ভালকে পছন্দ করার নাম সাধুতা। যে মন্দ জানে না সুতরাং ভাল আছে, তাহা দেখিতে সুন্দর হইলেও নিরাপদ নয়।

যে আপনাকে রক্ষা করিতে জানে না, তাহাকে কে রক্ষা করিবে? শাস্ত্রে আছে "বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ভৃত্যদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেও রমণীরা অরক্ষিতা; যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।"

এই আত্মরক্ষার শক্তি ও প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়াই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। সংসারে ভাল মন্দ উভয়ই আছে; যাহার যে বস্তু আছে, সে সেই বস্তু পায়। তুমি আমি যাহাকে নরককুণ্ড বলি,

সাধুরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া স্বর্গরাজ্যের সহর নির্ম্মাণার্থ সেই স্থানকেই পছন্দ করেন। রমণীদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষা দেও, যেন তাহারা নরকে স্বর্গ স্থাপন করিতে পারে।

এক জন ফরাসীদেশীয় লোক ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ যুবতীগণ যেরূপ পবিত্র ও সরল ভাবে পুরুষের সহিত মিশিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি ভগিনীর ভাব ভিন্ন অন্য ভাব উদয় হওয়া সম্ভব নয়। চরিত্রের পবিত্রতার গূঢ় সন্ধান এই।

যে ব্যক্তি নিকটে আসিলে হৃদয়ের সাধুভাব সকল জাগ্রত হয় এবং অসাধুভাব সকল লজ্জা পাইয়া লুক্কায়িত হয়, তাহাকেই বলি পবিত্র-চরিত্র। যে চরিত্র লজ্জা দিয়া অসাধুকে সাধু করে, সেই চরিত্রই দেবাংশে গঠিত।

নরনারীকে এই সাধুতা লাভে সমর্থ করা ধর্ম্মসমাজের সমুদায় শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ নারী-গণের শিক্ষার ভার সমাজ-সংস্কারকদিগের শিরে দশ গুণ ন্যস্ত রহিয়াছে।

নারী কুল-স্থিতির মূল বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নারীর পবিত্রতা রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। নারী বিপথগামিনী হইলে গৃহের শান্তি যায়, সংসারের শ্রী যায়, সন্তানের অধোগতির বীজ নিহিত হয়, পুরুষের বন্ধনের রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়, এবং পরিবার আর জুড়াইবার স্থান থাকে না। সমাজের এই কঠোর শাসন নিবন্ধন এবং নারীর প্রকৃতিগত স্বাভাবিক পবিত্রতানিবন্ধন,

সর্ব্ব দেশেই স্ত্রী চরিত্র পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা পবিত্র। নারীগণই জনসমাজে ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

ধৈর্য্য এবং লজ্জাই নারীর শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ। লজ্জা-বিহীনা ও ধৈর্য্য-বিহীনা স্ত্রীলোক পুরুষের ঘৃণার পাত্রী।

সন্তানদিগের রক্ষা, পতির সুখ স্বাস্থ্যের উপায় বিধান, দাস দাসীর মঙ্গল চিন্তা ও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা,—এ সকল প্রধানতঃ রমণীর উপর থাকিবে। পুরুষ এ সকল বিষয়ে যত কম হস্তক্ষেপ করেন ততই ভাল। কিন্তু এই সকল কার্য্যের জন্য রমণীর শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

বিপরীত প্রকৃতিকে মনুষ্য ভালবাসে। নারীগণ দুর্ব্বলচিত্ত ও মৃদু পুরুষকে ঘৃণা করেন, প্রবল-প্রকৃতি ও সবলচেতা পুরুষের নিকট বরং অধিক সুখে থাকেন। ইহা অতি বিচিত্র কথা ; কিন্তু ইহা নারীপ্রকৃতির একটি গভীর তত্ত্ব।

নারী পুরুষের পরীক্ষার কষ্টি পাথর। রমণী যেরূপ পুরুষের দোষগুণ বিচারে নিপুণ, এমন পুরুষ নহেন ; সুতরাং নারী-সমাজ পুরুষ-সমাজের সংশোধনের প্রধান উপায়স্বরূপ। এই কারণেও অবরোধ-প্রথা নিন্দনীয়।

যেমন সূর্য্যের মূল্য তেজ, চন্দ্রের মূল্য জ্যোৎস্না, স্বর্ণের মূল্য দীপ্তি, তেমনি রমণীর মূল্য প্রেম। ইহার গুণে তিনি দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার-প্রান্তরে বটচ্ছায়া, এবং জীবনপথের আতপত্র। ইহা যিনি অনুভব করিতেছেন, তিনি বিধাতার বিধি দেখিতেছেন।

পুরুষ যেমন করিয়া থাকিতে পারে, নারী তেমন করিয়া থাকিতে পারে না। পুরুষ ছুটাছুটি করিয়া ও হাটের মধ্যে থাকিয়া জীবন কাটাইতে পারে। নারীকে দশ দিন সেরূপ করিতে হইলে তাহার শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই জন্য পুরুষ ও নারী যখন বিবাহে মিলিত হইতে যায়, তখন নারী বলে "এস আমরা কোনও জায়গায় বসি।" নারীর প্রকৃতি নিরাপদ, নির্জ্জন, শান্তিময় স্থান অন্বেষণ করে। পক্ষিণী যেমন নিরুদ্বেগ ও নির্জ্জন স্থান না পাইলে বাসা বাঁধে না, নারী তেমনি নিরুদ্বেগ ও শান্তিময় স্থান না পাইলে আপনার প্রকৃতিকে খোলে না। নিজের মনের মত একটি থাকিবার ঘর ও নিজের বলিবার কতকগুলি জিনিস পত্র ও ভালবাসিবার কতকগুলি লোক না পাইলে নারী সুখী হয় না। যদি নারীকে সুখী করিতে চাও, তবে ঘোড়দৌড়ের ন্যায় নিতান্ত ছুটাছুটির মধ্যে তাহাকে রাখিও না; একান্তে আপনার জিনিসগুলি গুছাইয়া আপনার মানুষগুলি লইয়া বসিতে দেও। ইহাকে স্বার্থপরতা বলিতে হয় বল, কিন্তু জগদীশ্বর নারী-প্রকৃতিকে এইরূপ করিয়াছেন। এই খানেই নারীর রক্ষণশীলতা।

নারীর জীবনের লক্ষ্য কি? কেহ বলিবেন, বিবাহের দ্বারা পুরুষকে আশ্রয় করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। কেহ কেহ বলিবেন, সংসার-পালন ও কুলস্থিতি রক্ষা করাই তাঁহার লক্ষ্য। কেহ কেহ বলিবেন, পুরুষে ঈশ্বরের ন্যায়পরতার ভাব ও রমণীতে তাঁহার প্রেমের ভাব; এই প্রেমের ভাব দ্বারা অমর

আত্মা সকলের বিকাশের সাহায্য করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য।

তাঁহার জীবনের লক্ষ্য যাহাই হউক, তাঁহার স্নেহ দয়া যে কেবল পরিবার মধ্যে বদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। শত সহস্র পুরুষ যেমন নিজ পরিবারের রক্ষাদি করিয়াও জগতের উন্নতি কল্পে অনেক কার্য্য করিতেছেন, তেমনি রমণীও সংসারকার্য্যের অতিরিক্ত দুঃখীর দুঃখ হরণ, অনাথ ও নিরাশ্রয়দিগের রক্ষা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার প্রভৃতির জন্য চেষ্টিত হইবেন। কিন্তু পরিবারের সুখ শান্তির ব্যাঘাত করিয়া এ কার্য্য করিবেন না। গৃহ পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য তাঁহার সর্ব্বাগ্রে।

রমণীর চিন্তা অধিকাংশ সময় নিজ গৃহে বদ্ধ থাকে, সুতরাং নারী-চরিত্রে স্বার্থপরতা, নীচতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা ; এই জন্য শিক্ষা দ্বারা ও সামাজিক কার্য্যে সাহায্যাদি দ্বারা তাঁহার হৃদয়কে উদার রাখিতে হইবে।

কিন্তু কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলের পক্ষে বিবাহিত হওয়াই বিধাতার সাধারণ নিয়ম ; তবে জনসমাজে অনিবার্য্য রূপে অনেককে অবিবাহিতও থাকিতে হইবে। কেহ কেহ নর-সেবার উদ্দেশেই বা জ্ঞানোন্নতির মানসেই অবিবাহিত থাকিবে। যিনি যে ভাবেই অবিবাহিত থাকুন, সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে অবিবাহিত ব্যক্তিদিগের নিকট জনসমাজ অধিক শ্রমের আশা করেন।

যাঁহারা বিবাহিতা তাঁহাদের পক্ষে পতি পুত্রের সেবাই

মুখ্য কার্য্য। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে নীতির অবস্থা অতি হীন। অনেক পানাসক্ত পুরুষ স্বীয় স্ত্রী পুত্রকে দেখে না, সুতরাং তাহাদের স্ত্রীদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কল প্রভৃতিতে খাটিতে যাইতে হয়। ইহাতে শিশুদিগের রক্ষার ভার সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় লোকের হস্তে দিতে হয়। এই কারণে সহস্র সহস্র শিশু অকালে মরিতেছে। অনেক মাতা মরিবে বলিয়াই তাহাদিগকে দিয়া যায়। বিপরীত সামাজিক প্রথা কি অস্বাভাবিক ভাব উপস্থিত করে !

পশুভাবাপন্ন পুরুষ ও নারী পরস্পরকে মনে মনে বলেন, "আমার ইন্দ্রিয়-সেবার জন্য তোমাকে পাইয়াছি।" মনুষ্য যিনি, তিনি বলেন, "আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হইবার জন্য তোমাকে পাইয়াছি।" ধার্ম্মিক যিনি, তিনি বলেন, "তোমাকে নিঃস্বার্থ প্রীতি দিয়া ও তোমাকে সুখী করিয়া, আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিব বলিয়া তোমাকে পাইয়াছি।"

উপাসনা-ক্ষেত্রে আত্মাতে আত্মাতে যে সান্নিধ্য অনুভূতি ও একাত্মতা হয়, ঈশ্বর তাহার মধ্যে থাকেন ; সুতরাং রমণীরা সর্ব্বদা পুরুষের সহিত একত্রে উপাসনা করিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিবাহ

বিবাহের একীকরণের শক্তি। বিবাহের পশুভাব, মানব ভাব, দেব ভাব। আদর্শ বিবাহের মূলে প্রণয় থাকা আবশ্যক। প্রণয়মূলক বিবাহই মানুষকে জনসমাজের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে ও ঈশ্বরের সঙ্গে বাঁধে। প্রণয়ের লক্ষণ। প্রণয়মূলক বিবাহের শ্রেষ্ঠতা। বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য-ভার হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়। বিশুদ্ধ ভালবাসা ভিন্ন অন্য কোন হীন উদ্দেশ্যে বিবাহ করা বিপজ্জনক। বিবাহ ঈশ্বরের নাম করিয়া হইবে, ধর্ম্মসমাজের নিয়মক্রমে হইবে, সামাজিকদিগের সাক্ষাতে হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরের সম্বন্ধে সাবধানতা,—ধৈর্য্য ও লজ্জার দ্বারা সংযত থাকা। এই আত্মসংযম না থাকিলে বিবাহের আদর্শ নীচু হইয়া যায়।

বিবাহকে আমরা অতি পবিত্র চক্ষে দেখি। ইহা জগদীশ্বরের প্রতিষ্ঠিত এক গূঢ় ও গভীর রহস্য। যাহারা অল্প দিন পূর্ব্বে পরস্পরের নিকট এত অপরিচিত ছিল, তাহারা পরস্পরের এতই আত্মীয় হইল, যে তাহার সঙ্গে তুলনায় পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আজন্ম যাহাদের সঙ্গে বাস, তাহারাও পর হইয়া গেল। বিবাহের এই অদ্ভুত একীকরণের শক্তি আছে বলিয়াই আমাদের দেশে সগোত্র করণের বিধি আছে।

বিবাহের পশুভাব এই যে, তদ্দারা সমাজ-প্রবাহ রক্ষা হয়

এবং মানবের রক্তমাংসময় শরীরের একটি স্বাভাবিক অভাব মোচন করে ; বিবাহের মানবভাব এই যে, ইহা দুইটি হৃদয়কে একত্র আকৃষ্ট করে, অনুরাগ ও সদ্ভাব প্রভৃতি দ্বারা জীবনকে মধুময় করে. এবং উভয়ের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে ; বিবাহের দেবভাব এই যে, বিবাহ অনুরাগসূত্রে বাঁধিয়া এক আত্মাকে অপরের সুখের জন্য নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইতে শিক্ষা দেয় ; হৃদয়ের সাধু প্রবৃত্তি সকলকে উত্তেজিত করে ; একের সাহায্যে অপরের সাধুতার বৃদ্ধি করে ; এবং ইন্দ্রিয়-সুখের অতীত যে মানবের সুখ আছে, তাহা প্রতীতি করিবার পক্ষে সহায়তা করে।

যাহার বিবাহের এই মহৎ ভাব গ্রহণের শক্তি জন্মে নাই, অদ্যাপি তাহার বিবাহের বয়স হয় নাই।

বিবাহের মূলে প্রণয়, প্রণয়ের মূলে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার মূলে পরস্পরকে জানা ; সুতরাং এদেশে ঘটক দ্বারা যে বিবাহ হয়, তাহা প্রকৃত পথ নহে।

যুবক যুবতীগণ দশ জনের সহিত মিশিবে এবং দশ জনের মধ্যে এক জনকে মনোনীত করিবে, এইটি বিবাহের একটি মূল নিয়ম হওয়া উচিত।

বিবাহ যেখানে প্রণয়মূলক হয়, সেখানে ইহা নরনারীর হৃদয়ের পক্ষে অপূর্ব্ব শিক্ষা আনয়ন করে। প্রথমতঃ ইহা মানুষকে জনসমাজের সঙ্গে বাঁধে, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের সঙ্গে বাঁধে, তৃতীয়তঃ ঈশ্বরের সঙ্গে বাঁধে। এই কারণে অনেক স্খলিত-

চরিত্র পুরুষ ও নারীর জীবনে ইহা নব জীবন ও নব সাধুতা আনয়ন করিয়াছে।

প্রণয়ের পরীক্ষা কিরূপে হয়? (১ম) প্রণয় অন্ধ; সকল স্ত্রীলোক বা পুরুষের মধ্যে এই স্ত্রীলোক বা পুরুষটিই শ্রেষ্ঠ, এরূপ অনুভব না করিলে প্রণয় হইল না। (২য়) প্রণয় স্বার্থপর; আমি যাহাকে ভালবাসিতেছি, সে আর কাহাকেও অনুরাগ দিতেছে ইহা সহ্য হয় না। (৩য়) সর্ব্বদা দেখিবার বাসনা; কেন যে দেখিতে চাই জানি না, অথচ দেখিতে চাই, ইহার নাম প্রণয়। ভবভূতি বলিয়াছেন:—

"অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি,
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং, যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।

এমন একটা কিছু করে না, অথচ দেখিলেই দুঃখ পলায়ন করে এবং সুখের উদয় হয়; যে যার প্রিয় সে তাহার নিকট যেন একটা কি বস্তু!"

এদেশে 'প্রণয়' শব্দটাই অপবিত্র; ইহার কারণ এই, এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে অনেক স্থলে প্রণয় বলিতে অপর কোনও স্ত্রীলোকের সহিত প্রণয় বুঝায়; রতি বলিতে অনেকে অনেক সময়ে পরকীয়া রতি বুঝে। কিন্তু প্রণয় স্বর্গীয় বস্তু, ঈশ্বরের হস্ত-রোপিত স্বাভাবিক ভাব।

বিবাহের মূলে প্রণয় না থাকিলে অনেক স্থলে আর একটা অনিষ্ট ঘটে। উত্তরকালে পুরুষ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে থাকা অপেক্ষা বাহিরে বেড়ান অধিক সুখকর মনে করে। পুরুষ সুখের লোভে

বাহিরে যাইতে আরম্ভ করিলেই জানিবে সমাজের পক্ষে সুমহৎ অনিষ্ট ঘটিল; সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতির জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইল। সমাজের পক্ষে সে অবস্থা কখনই প্রার্থনীয় নহে, যাহাতে পতি-পত্নী একত্র থাকিয়া সুখী হয় না, পরস্পরের সুখের জন্য স্বতন্ত্র স্থান অন্বেষণ করিতে হয়।

এই জন্য কন্যাকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত করিবার অর্থ, পুরুষের প্রকৃত সখী ও হৃদয়াকর্ষণ-কারিণী হইবার উপযুক্ত করা।

প্রণয় দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুরুষ এবং রমণী যখন বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ মস্তকে নানা প্রকার কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করেন। নিজের সুখ ভুলিয়া পতি বা পত্নীকে সুখী করা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত পরস্পরের ত্রুটি ও অপরাধ বহন করা, বাৎসল্য ও শাসনের সহিত সন্তানগণের রক্ষা ও শিক্ষা বিধান করা, এই সকল ভার সেই সঙ্গে গ্রহণ করা হয়।

এই সকল ভার গ্রহণ করিতে যিনি প্রস্তুত নন, কিম্বা সমর্থ নন, তাঁহার বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়।

সুতরাং পুরুষ কি রমণীর সে বয়সে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য নয়, যে বয়সে এই সকল কর্ত্তব্য-ভার হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি এবং বহন করিবার ইচ্ছা জন্মে নাই।

শিশুরা নিজের সুখ দুঃখের বা ভবিষ্যতের ভদ্রাভদ্রের চিন্তা করে না। যে দিন মানুষের মনে স্বতঃ নিজ ভদ্রাভদ্রের চিন্তা

ও বাসনার উদয় হয়, সে দিন মনুষ্য জীবনের এক প্রধান দিন। তাহার পূর্ব্বে কখনও বিবাহোচিত কালের আরম্ভ হইতে পারে না।

মনু বিবাহের দুই প্রকার বিধি দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে অষ্টম বর্ষে কন্যাকে সম্প্রদান করা শ্রেষ্ঠ বিধি; কিন্তু যদি পিতা কোন কারণে স্বকর্ত্তব্য-সাধনে বিমুখ হইয়া কন্যাকে দান না করেন, তাহা হইলে আর এক বিধি আছে। সেটি এই, কন্যা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াও তিন বৎসর কাল পিতৃ-গৃহে অপেক্ষা করিবে, তৎপরে স্বয়ং অনুরূপ পতি মনোনীত করিবে। আমরা অল্প বয়সে কন্যা সম্প্রদানকে ঈশ্বরের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ মনে করি। সুতরাং দ্বিতীয় বিধিই আমাদের অবলম্বনীয়; কারণ তৎপূর্ব্বে কন্যার নিজের ভবিষ্যতের ও ভদ্রাভদ্রের চিন্তাশক্তি জন্মে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রণয়ের মূলে শ্রদ্ধা। এমার্স ন বলিয়াছেন, একটি বালিকা নিত্য দোকানে জিনিস পত্র ক্রয় করিতে যাইত; কতকগুলি বালক পথে তাহাকে নানা প্রকারে উপহাস বিদ্রূপ প্রভৃতি করিয়া বিরক্ত করিত। এক দিন দেখি তাহার মধ্যে একটি বালক সেই বালিকার হস্ত হইতে একখানি রুমাল পড়িবামাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া কুড়াইয়া দিতেছে; দেখিয়া ভাবিলাম প্রণয়ের জন্ম হইল। লঘুচিত্ততা যত দিন আছে, তত দিন প্রণয় দূরে। শ্রদ্ধাতে আপাদমস্তক পূর্ণ না হইলে প্রণয়ের পদার্পণ হয় না; সুতরাং প্রকৃত প্রণয় যেখানে, নীচ

প্রবৃত্তি সেখানে স্থান পায় না। এই কারণে যখনি শুনিবে, অমুক ছেলে অমুক মেয়েকে ভালবাসে, তখনি প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধ পবিত্র। প্রকৃত ভালবাসা এমনি জিনিষ যে ইহা হৃদয়ে পদার্পণ করিলে কুলটাকেও সতী করিয়া ফেলে।

বিশুদ্ধ ভালবাসা ভিন্ন অন্য কোনও হীন উদ্দেশ্যে বিবাহে সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া পুরুষ রমণী উভয়ের ভাবী আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক ; কারণ যাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিবার সময়েই ক্ষুদ্র লক্ষ্য হৃদয়ে লইয়া প্রবেশ করেন, তাঁহারা পরে আর কি করিবেন ?

যে সমাজে বহু সংখ্যক নরনারী ক্ষুদ্র বৈষয়িক লক্ষ্য লইয়া গৃহ-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সমাজের ধর্ম্ম-জীবনের অবনতি অনিবার্য্য।

বিবাহকে তিন দিক হইতে দেখা যায়। (১ম) ঈশ্বরের দিক হইতে ; (২য়) ধর্ম্মসমাজের দিক হইতে ; (৩য়) সাধারণ জনসমাজের দিক হইতে। বিবাহের মধ্যে এই তিন ভাবই থাকা কর্ত্তব্য ; অর্থাৎ বিবাহকালে ঈশ্বরের নাম করা হইবে, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মসমাজের পদ্ধতি ও নিয়মক্রমে হইবে, তৃতীয়তঃ সামাজিকদিগের সাক্ষাতে হইবে।

যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে এই বলিয়া প্রতারিত করে যে, "আমাদের মধ্যে যখন প্রণয় জন্মিয়াছে, তখন আমরা ঈশ্বরের চক্ষে স্বামী স্ত্রী, দশ জনকে ডাকিবার আর প্রয়োজন কি ? ঈশ্বর ত জানিলেন, এই আমাদের বিবাহ।" এইরূপ

যে পুরুষ করে, সে স্বার্থপর ; কারণ, সে এক জন স্ত্রীলোককে কি ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে, তাহা এক বার দেখিল না। যদি লোকভয়ে এরূপ করে, তবে সেই পুরুষ অপদার্থ। এরূপ পুরুষের স্ত্রী হইতে কোন স্ত্রীলোকেরই সম্মত হওয়া উচিত নয়। অসংকোচে ঈশ্বর ও মানবের সমক্ষে কোন রমণীকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে যাহার সাহস নাই, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ভালবাসে না। সে সম্বন্ধের মূলে নিকৃষ্ট ভাব।

সমাজ যদি এরূপ দম্পতিকে আপনাদিগের মধ্যে গ্রহণ করিতে না চান, সেরূপ করিবার তাঁহাদের অধিকার আছে। অগ্রে সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া পরে আর অভিযোগ ভাল দেখায় না।

পুরুষ সহস্র প্রণয়ের কথা বলিয়া কর্ণসুখ উৎপাদন করিলেও রমণী যেন তাঁহাকে এই কথা বলেন, "ধৈর্য্যাবলম্বন কর, ভদ্রোচিত এবং ধর্ম্মসঙ্গত রীতিতে আমাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ কর ; আমি তদনন্তর তোমার জীবনের সঙ্গিনী হইতেছি।" যে সকল স্ত্রীলোকের এতটুকু বলিবার বুদ্ধি জোগায় না, তাঁহারা যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

যে পুরুষকে দেখিবে বিবাহের পূর্ব্বেই অভদ্র আচরণ করিতে প্রবৃত্ত, নারি! যদি তুমি বুদ্ধিমতী হও, সেই নিকৃষ্টচেতা পুরুষকে চিনিয়া লও, এবং সসর্প গৃহের ন্যায় তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।

ভালবাসা যেমন নারীর স্বভাব, বিশ্বাস করাও তেমনি

তাঁহার প্রকৃতি। অনেক নীচাশয়, জঘন্য-প্রকৃতি ও বিশ্বাসঘাতক পুরুষ এই কারণে নারীকে ঘোর বিপদে পাতিত করে। যে সকল নির্ব্বোধ ও অপদার্থ স্ত্রীলোক ধর্ম্ম-নিয়ম দ্বারা আপনাকে শাসন ও রক্ষা করিতে পারে না, তাহাদিগকে দুর্গতি হইতে কে বাঁচাইবে ?

বিবাহার্থিনি রমণি ! তোমার প্রতি একটি উপদেশ আছে। যদি প্রণয়ের দ্বারা গভীর রূপে বিদ্ধ হও, তথাপি ধৈর্য্য এবং লজ্জার সীমাকে অতিক্রম করিও না। নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের মধ্যেও দেখিবে, স্ত্রীজাতি পুরুষকে অন্বেষণ করে না, কিন্তু পুরুষই স্ত্রীজাতিকে অন্বেষণ করে। রমণী যদি প্রণয়ের উপযাচিকা হয়, তবে তাহার আর মান থাকে না। মৎস্যের পেট চিরিয়া তাহার কুক্ষিস্থ নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া তদবস্থায় রাখিলে, যেমন সে মৎস্য আর দেখিতে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ যে রমণী ধৈর্য্য ও লজ্জার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার গূঢ় গোপনীয় ভাব সকল দশ জনের চক্ষের উপর খুলিয়া দিয়াছে, তাহার দিকেও আর তাকাইতে ইচ্ছা করে না। স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত প্রগল্‌ভতার জন্য অনেক বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক পতি পত্নীকে মনে মনে অবজ্ঞা করিতে শিখিয়াছেন। নির্ব্বোধ বালিকা ! প্রণয়ের এই গূঢ় তত্ত্বটি মনে করিয়া রেখো।

বিবাহার্থী যুবক ! তোমার প্রতি কয়েকটি কথা আছে। তুমি যে প্রণয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোন রমণীর পাণিগ্রহণার্থী

হইয়াছ, সে প্রণয় যদি প্রকৃত পবিত্র অনুরাগ হয়, তবে তুমি ঐ নারীর মান সম্ভ্রম, সুখ শান্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। তুমি যদি তাহার সরল অনুরাগের সুযোগ পাইয়া তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার কর, যদ্দ্বারা যে সমাজে সে আছে এবং যেখানে তাহাকে থাকিতে হইবে, সে সমাজেই তাহাকে হীন হইতে হয়, এবং লোক-নিন্দা সহ্য করিতে হয়, এবং মনের অশান্তি ভোগ করিতে হয়, তবে তুমি মূর্খ, নতুবা নিকৃষ্টচেতা ; তোমার প্রণয় প্রণয় নহে। সে ভালবাসা কিরূপ, যাহাতে ভালবাসার পাত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ? তাহা নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র।

যেখানে প্রকৃত অনুরাগ থাকে, সেখানে লোক ভাবে, "আমার ক্লেশ হইয়া এ ব্যক্তি সুখে থাকুক, আমার অসুবিধা হইয়া ইহার সুবিধা হউক, আমার ক্ষতি হইয়া উহার লাভ হউক।" যদি দেখি কোনও যুবক তাহার প্রণয়ের পাত্রীকে নিত্য দেখিতে পাইবে, বা কিয়ৎক্ষণ তাহার সহিত আলাপ করিতে পাইবে বলিয়া তাহার উন্নতির ব্যাঘাত করিতেছে, বা এমন আচরণ করিতেছে, যদ্দ্বারা লোক সমাজে সেই নারীকে ঘৃণিত হইতে হয়, তবে সে যুবককে কি বলিব ? সে স্বার্থপর পুরুষকে ধিক্।

এতটুকু আত্মশাসন যাহার নাই, সে পুরুষের চরিত্রের তিন কড়ারও মূল্য নাই।

যাহারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে জানে না, পরস্পরের মান

সম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখে না, পরস্পরের ক্ষতি বৃদ্ধি দেখে না, পরস্পরের কল্যাণোদ্দেশে ধৈর্য্য, সাধুতা ও ধর্ম্মভয় প্রভৃতি দ্বারা আত্ম-সংযম করিতে পারে না, সেই সকল চিন্তাবিহীন, লঘুচিত্ত, কুশিক্ষিত, ও দুর্ব্বল-প্রকৃতি পুরুষ ও রমণী যে সমাজে থাকিবে, সেই সমাজেরই কলঙ্ক।

বিবাহ অতি পবিত্র, অতি মহৎ, অতি গুরুতর কার্য্য; এ কার্য্যে যাহারা লঘুচিত্ত হইয়া প্রবৃত্ত হয়, যাহারা মনে করে ইহা একটা মজার খেলা, ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই, ধর্ম্মের প্রতিও তাহাদের আস্থা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—গৃহ-দেবতা

নব দম্পতীর প্রথম কর্ত্তব্য,—গৃহে ঈশ্বরের পূজার আসন পাতা। গৃহই ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত স্থান, নির্জ্জন অরণ্য নহে। প্রত্যেক কার্য্যের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রার্থনা করিবে। বিবেকপরায়ণতা ও প্রার্থনাপরায়ণতা,—ধার্ম্মিক গৃহীর দুই মূলমন্ত্র। প্রেমের সহিত উপাসনা করিবে; তাহা হইলে উপাসনা কখনও পুরাতন বা বিস্বাদ লাগিবে না। ঈশ্বরের উপাসনায় রত, ভক্তিতে বিগলিত পিতামাতার ছবিই পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দৃশ্য।

বিবাহদ্বারা দুটি দানা যখন একত্র বাঁধিল, তখন একটি পরিবারের সূত্রপাত হইল।

নবদম্পতি সংসার পাতিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য কি?

গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই তাহা সুখ শান্তির আলয় হয়। এই জন্য ধর্ম্মাবহ যিনি, তাঁহার সিংহাসন সে গৃহে সর্ব্বাগ্রে পাতিবে।

পূর্ব্বপুরুষেরা বলিতেন, স্ত্রী, পুত্র কেবল মায়ার বন্ধন মাত্র; আমরা বলিতেছি, গৃহই মানবের ভজনের এবং পরিবারই মানবের সাধনের স্থান।

যেখানে নিঃস্বার্থতা এবং প্রেম স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিতেছে,

সে যদি সাধনের স্থান না হয়, জানি না পর্ব্বতশৃঙ্গে থাকিলে প্রকৃত সাধন হয় কি না।

ওই যে পত্নীর বিরস মুখ, ওই যে শিশুদিগের ক্রন্দন, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেখ, এ সকল যন্ত্রণার কুণ্ড; ঈশ্বরকে প্রাণে রাখিয়া চাহিয়া দেখ, এই বিরাগ এবং কোলাহলের মধ্যেও স্বর্গ।

ওই যে শিশুরা আনন্দিত অন্তরে আহার করিতেছে, জননী নানা কথা কহিয়া আহার করাইতেছেন, এবং তুমি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছ, বিশ্বাসীর চক্ষে দেখ, তোমার বিশ্বমাতাও তোমার সুখ-ভোগের প্রতি ঠিক এইরূপে চাহিয়া আছেন। এক বার এই প্রশ্ন আপনাকে কর, কেন এই শিশুদিগকে আহার দিতেছি, কেন ইহারা সন্তুষ্টচিত্তে আহার করিলে সুখী হইতেছি ? কি উত্তর পাও ? ঈশ্বরকে কি ইহার মধ্যে দেখিতে পাও না ?

লোকের কি ভ্রম। সাধনের জন্য বনের দিকেই যায়; বৃক্ষ লতা কথা বলে না, তাহাদের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখে ! হে মানব ! যদি প্রেম থাকে, বৃক্ষ লতার অপেক্ষা পাখী কি ভাল নয় ? সে কেমন ডাকে ! পাখীর অপেক্ষা শিশু কি ভাল নয় ? সে কেমন আধ আধ কথা বলে ! তবে বল, সাধনের স্থান কোথায় ?

শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, যেখানে সুন্দর বায়ু আছে, সেখানে বসিয়া উপাসনা করিবে; বল দেখি যে বায়ু শরীরে লাগে এবং

নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেই বায়ু শ্রেষ্ঠ, কিংবা যে বায়ু প্রেম, নিঃস্বার্থতা, পবিত্রতা হইতে উৎপন্ন হইয়া আত্মার ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আমোদিত করে, সেই বায়ু শ্রেষ্ঠ?

যেখানে পতিব্রতার প্রফুল্ল ও নিষ্কলঙ্ক মুখ, যেখানে শিশু-দিগের নিশ্চিন্ত ও সরল হাস্য, যেখানে ভাই ভগিনীর অকৃত্রিম অনুরাগ, যেখানে পিতা মাতার পবিত্র বাৎসল্য,—সেখানে এই সকল আধ্যাত্মিক সৌরভের মধ্যে, মানব, যদি ঈশ্বরকে না পাইলে, তবে বনের ফুলে পাইবে কিনা সন্দেহ করি।

হে মানব! তুমি দেখ কি? তোমার স্বর্গ ও নরক এই এক গৃহের মধ্যে। কেহ বা এখানে দেবতা আর কেহ বা এখানে নরকের কীট। যিনি স্বীয় সুখ-লালসায় জলাঞ্জলি দিয়া ও নিরন্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াও পরিবার মধ্যে সকলের কল্যাণকামনায় সর্ব্বদা ব্যস্ত, তিনি দেবতা। আর যে কৃপাপাত্র জীব নিজের সুখ লইয়া ব্যস্ত, যে সকলকে পীড়ন করিতেছে, সে-ই নরকের কৃমি। ধর্ম্মের মহিমা হাড়ে হাড়ে না বসিলে কে তোমাকে দেবভাবে স্থির রাখিতে পারে? অতএব ধর্ম্মাবহ যিনি তাঁহার উপরে বিশ্বাস স্থাপন কর।

এদেশের লোকে কুলাঙ্গনাদিগকে বাহিরে পাঠাইতে হইলে, যেমন অগ্রে ও পশ্চাতে দ্বারবান দিয়া পাঠায়, হে মানব! তুমিও তেমনি প্রার্থনাদ্বারা অগ্র পশ্চাৎ সুরক্ষিত করিয়া তোমার কার্য্য সকলকে সংসারে প্রেরণ কর।

তোমার প্রত্যেক কার্য্য যেন এই পরিচয় দেয় যে, তুমি

যাহা কিছু কর, তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদা পরমেশ্বরের উপর অপিত থাকে।

প্রভাতের শিশির দেখিতে সুন্দর, কিন্তু নবোদিত সূর্য্যের কিরণ তাহাতে পড়িলে, আরও কত সুন্দর দেখায়! সেইরূপ মানব-হৃদয়ের প্রীতি ও সদ্ভাব স্বতঃই দেখিতে সুন্দর, তাহাতে ঈশ্বর-প্রেমের আভা পড়ুক, আরও কত সুন্দর দেখাইবে।

অতএব হে মানব! গৃহধর্ম্ম করিতে গিয়া, গৃহ-দেবতাকে বিস্মৃত হইও না।

পিপীলিকাদের স্বভাব এই। তাহারা যখন সারি বাঁধিয়া যায়, তখন তাহাদের পথের মধ্যে যদি নখ দিয়া খানা কাটিয়া দেওয়া যায়, অমনি তাহারা দাঁড়াইয়া যায়; সেই খানার পার্শ্বে আসে, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে; মনে করিলেই তাহা পার হইয়া যাইতে পারে, অথচ সহজে তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। তোমার কর্ত্তব্যের পথে যদি দৈবাৎ কোনও রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, অধর্ম্ম হইবে এরূপ ভয় যদি কোনও কারণে উপস্থিত হয়, তুমিও কোন ক্রমে সে সন্দেহকে লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিও না। প্রার্থনা-পরায়ণ হইয়া বার বার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, তাঁহার সহবাসে তোমার বিবেক উজ্জ্বল হইবে, তুমি আলোক প্রাপ্ত হইবে।

যে অঙ্ক বার বৎসরের সময় বুঝিতে পারি নাই, বিংশতি বৎসর বয়সে বিনা উপদেশে ও বিনা সাহায্যে তাহা করিয়াছি।

ইহার কারণ এই,—এই কালের মধ্যে বুদ্ধির যে বিকাশ হইয়াছিল, সেই বুদ্ধিই আলোক প্রদান করিল। চরিত্র সম্বন্ধেও এইরূপ দেখিবে; যতই ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অগ্রসর হইবে, যতই বিবেক উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভাব প্রগাঢ় হইবে, ততই অনেক কঠিন প্রশ্ন আপনা আপনি মীমাংসা হইয়া যাইবে। ধর্ম্মভাবই আত্মার চক্ষের আলোক। ঈশ্বর ধর্ম্মভাবের জন্মদাতা, সুতরাং তাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি সে আলোক কিসে পাইবে? প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর; প্রার্থনাই ধর্ম্মজীবনের জ্যোতি ও সম্বল।

প্রবৃত্তির মূল যেখানে, বাসনার উদয় যেখানে, চিন্তার সূত্রপাত যেখানে, কল্পনার জন্ম যেখানে, সেই হৃদয়ের মূল দেশ পর্য্যন্ত কে বিশুদ্ধ করে? গভীর আত্ম দৃষ্টি ও আন্তরিক প্রার্থনা ব্যতীত হৃদয়ের সে ভিতর প্রদেশ বিশুদ্ধ হয় না।

আত্ম-দৃষ্টির সহায়তা ও ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনার জন্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও সাধুচরিত্রের সমালোচনা পরিবার মধ্যে ধর্ম্মসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু সাবধান, একটির প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে; উপাসনা যেন নিয়ম পালনের জন্য হয় না। তাহা হইলে পরিবার পরিজনের ধর্ম্মের প্রতি অরুচি জন্মিবে। প্রেমের সহিত যদি দুটি কথা কও, তাহা সকলের হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে। অতএব ঈশ্বর-প্রেম বর্দ্ধিত কর।

প্রেম যেখানে আছে, বস্তু সেখানে পুরাতন হয় না। জড়

জগতকে ভালবাসি না, এই জন্য তাহার চন্দ্র সূর্য্য, তাহার তরুলতা, তাহার পশু পক্ষী পুরাতন হইয়াছে ; কিন্তু কে কবে শুনিয়াছ যে, জননীর মুখ, বা চির-পরিচিত বন্ধুর মুখ, বা পত্নীর মুখ, বা পুত্র কন্যার সহাস্য বদন পুরাতন দেখাইয়াছে ! ঈশ্বরকে ভালবাস, ধর্ম্মসাধনের কোন কার্য্যই পুরাতন ও ভারস্বরূপ হইবে না।

কেবল তাহাও নহে। যাহাকে ভালবাসি না, তাহার জন্য এক ঘটি জলও বহিয়া দিতে পারি না ; যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য দুই মণ বোঝা বহিতেও ভার লাগে না। অতএব ঈশ্বরকে ভালবাস, এবং গৃহধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া পালন কর ; ইহাতে কখনই পরিশ্রান্ত হইবে না।

আমরা অনেক সময় অনেক ভাবে বসি। সকল সময়ে আমাদের মুখ সুন্দর দেখায় না। কিন্তু ঈশ্বরের উপাসনার জন্য যখন বসি, তখন আমাদের মুখ স্বর্গীয় শোভা ধারণ করে। যে প্রাণের মধ্যে পাপের জন্য অনুতাপ, পুণ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতেছে, যেখানে প্রেমের উচ্ছ্বাস হইতেছে, সেই প্রাণের আভা সে মুখে পড়ে ; সেই ত স্বর্গের ছবি। হে মানব ! পুত্র কন্যাকে মুখ দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে চাও, এই মুখ দেখাও। মাতা নিমীলিত-নেত্রে করযোড়ে ঈশ্বরারাধনাতে রত আছেন, নিমীলিত নেত্র-প্রান্ত দিয়া ভক্তি-অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে, সমীপে দুইটি শিশু অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছে এবং তাঁহার মুখের প্রত্যেক পংক্তিতে

প্রেম ও পবিত্রতার পাঠ শিক্ষা করিতেছে। এই দৃশ্যটি এক বার মনে মনেও কল্পনা কর।

ধর্ম্ম কি আর কথা কহিয়া শিখাইতে হয়? যে আগুন প্রাণে লুকাইয়া বেড়াইতেছে, সেই প্রাণস্থিত আগুনের যে উত্তাপ বাহিরে প্রকাশ পায়, সেই উত্তাপে থাকিয়াই শিশুরা ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে, এবং ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রাণের ঐ আগুন ঈশ্বর ভিন্ন কে জ্বালাইতে পারে? অতএব ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কখনই গৃহধর্ম্ম করিও না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—পতিপত্নীর সম্বন্ধ

বিবাহ যেন বরকন্যার নবজন্ম। বিবাহিত জীবনে সংযম। বাল্য বিবাহের কুফল, মনের অশুদ্ধতা। বিবাহিত দম্পতির অপর পুরুষ ও নারী সম্বন্ধে শিষ্টাচার। দম্পতীর পরস্পরের প্রতি স্বচ্ছতা। পরস্পরকে স্বাধীনতা দান। পরস্পরের চিন্তারাজ্যের অংশ দান ও অংশ গ্রহণ। একে অন্যের ত্রুটি দেখিলে কিরূপে তাহা বলিবেন। স্ত্রীর পক্ষে অতিরিক্ত আদর যাচ্ঞা করা। ক্ষমাপরায়ণ স্বভাব; কোপন স্বভাব ও সন্দিগ্ধ স্বভাব। প্রকৃত ভালবাসার মূলে শ্রদ্ধা।

বিবাহিত দম্পতি যখন সংসারে পদার্পণ করিলেন, তখন পুনর্জ্জন্ম হইল জ্ঞান করা উচিত। এই সম্বন্ধের দ্বারা মানব চরিত্রের যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না। এই শিক্ষা স্বার্থপরকে উদার করে, লঘুচিত্তকে চিন্তাশীল করে, উদ্ধতকে বিনীত করে ও কর্কশকে মধুর করে। বিবাহের দিন হইতেই একের চরিত্রে ভাল মন্দ যাহা কিছু আছে তাহা অপরের চরিত্রে কার্য্য করিতে থাকে।

তৎপরে প্রত্যেক কার্য্য এবং প্রত্যেক ঘটনাই দুইটি হৃদয়কে এক সূত্রে বাঁধিতে থাকে।

এমন কি, এই সম্বন্ধের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট ও শারীরিক বলিয়া যাহা পরিগণিত, তাহারও মধ্যে গূঢ় ঐশ্বরিক অভিপ্রায় নিহিত আছে। তদ্দ্বারাও অনুরাগ-সূত্রকে দৃঢ় করে।

কিন্তু রঙ্গভূমিতে যেমন যাহারা অভিনেতার কার্য্য করে, তাহারা অভিনয় স্রোতে পড়িয়া অভিনয়ের সুখ অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু নির্লিপ্ত দর্শকগণই প্রকৃত সুখ অনুভব করেন,—সেইরূপ সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ সম্বন্ধেও নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি সেই সুখের দাস, সে সেই সুখ প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মসংযম দ্বারা আপনাকে প্রভু ও নির্লিপ্ত করিয়াছে, সে-ই বিশুদ্ধ সুখ অনুভব করিতে পারে।

অতএব অপরাপর পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধেই যে কেবল ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন, তাহা নহে। বিবাহিত দম্পতির পরস্পরের প্রতিও জিতেন্দ্রিয়তা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অনেক বিবাহিত পুরুষের দোষে রমণীর এবং রমণীর দোষে পুরুষের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দুর্গতি হয়। ঈশ্বরের চক্ষে তাঁহারা নিন্দনীয়।

দাম্পত্য সম্বন্ধ সমাজের ও আইনের অনুমোদিত বলিয়া যে এ বিষয়ে অবাধে যথেচ্ছাচার করিবার অধিকার আছে, এরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নয়।

বিশুদ্ধ প্রেম, পরস্পরের সুখ স্বাস্থ্যের প্রতি জাগ্রত দৃষ্টি, পরস্পরের আত্মার কল্যাণ কামনা, পরস্পরকে সুখী করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি সদ্ভাব ও সাধুতাদ্বারা ধার্ম্মিক লোকে স্বীয় চিত্তকে নিয়মিত করিয়া থাকেন। এ সকল বন্ধন যাহাকে নিয়মিত করে না, তাহার চরিত্রে অদ্যাপি ধর্ম্ম বসে নাই।

দাম্পত্য সম্বন্ধের নিকৃষ্টতা নিবন্ধন অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রকৃতির মূল পর্য্যন্ত এমন দূষিত হইয়াছে যে, তাঁহাদের কল্পনাও অপবিত্রতার চিন্তাতে সুখ পায়।

বিশেষতঃ যেখানে বাল্যবিবাহ নিবন্ধন তরলমতি বালক বালিকারা অল্প বয়সে দাম্পত্য সম্বন্ধে দীক্ষিত হয়, সেখানে তাঁহাদের চিন্তা ও কল্পনার মূলে এমন বিষ প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, যাহা দূরারোগ্য ক্ষতের ন্যায় চরিত্রের উপরকার ত্বকের নিম্নে আজন্ম লুক্কায়িত থাকে ; মধ্যে মধ্যে সে ত্বকটুকু সরাইয়া দিলেই সেই বিষাক্ত ক্ষত স্থান হইতে রস পড়িতে থাকে। এই কারণে বাল্যবিবাহ অতি নিষিদ্ধ। ইহার ন্যায় স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধকে নিকৃষ্ট করিবার দ্বিতীয় উপায় আর নাই।

সমাজ মধ্যে কত অবগুণ্ঠনাবৃতা কুলবধূ দেখিতে পাই, তাঁহারা যেন লজ্জাবতী লতা ; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই বধূদিগকে দর্শন কর, এমন কুৎসিত ভাষা নাই, এমন কুৎসিত গান নাই, এমন কুৎসিত কল্পনা নাই, যাহা ঐ বধূরা শিক্ষা করেন নাই। কে তাঁহাদের কল্পনাকে এত দূষিত করিল ? এক এক পা করিয়া উঠিয়া যাও, অসময়ে দাম্পত্যসম্বন্ধে দীক্ষিত হওয়াকেই কারণ বলিয়া দেখিতে পাইবে। সমাজের কুৎসিত বাতাসও একটি কারণ।

যে দাম্পত্য সম্বন্ধের মূলে শ্রদ্ধা নাই, তাহা লঘুচিত্ততা ও ইন্দ্রিয়সেবাতে পরিণত হয় !

ব্যভিচারের অর্থ, পতি বা পত্নীর প্রাপ্য অধিকার অপরকে

দেওয়া। ইহা কায়িক বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ হইতে পারে। মনু বলিয়াছেন, পতির অগোচরে তাহার পত্নীকে উপহার প্রেরণ করা, ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে অঙ্গ স্পর্শ করা, একান্তে একাসনে বহুক্ষণ একত্রে বাস করা, শারীরিক কোন প্রকার সেবা করা, এগুলিও ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য। আমরাও বলি, এগুলি বিশুদ্ধ নীতির নিতান্ত বিগর্হিত। কেবল তাহা নহে, যে সকল পুরুষ বা রমণী পরস্পরের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, করিয়া সুখী হন ও করিবার জন্য প্রয়াসী, তাঁহাদের প্রকৃতি যে নীচ তাহার আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

পতি পত্নী যদি প্রকৃত পক্ষে অপরাধী না হন, তথাপি যদি তাঁহাদের আচরণের শিথিলতা ও অসাবধানতা নিবন্ধন লোকের সন্দেহ জন্মে, সে সন্দেহ যত দূর ব্যাপ্ত হয়, তত দূর লোককে অধোগতি প্রাপ্ত করে।

দম্পতির পক্ষে স্বচ্ছতা অর্থাৎ অকপটতা নিতান্ত আবশ্যক। নিতান্ত অপ্রিয় কথা হইলেও বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা কর্ত্তব্য।

পারিবারিক শান্তির একটি সঙ্কেত এই যে, এক সঙ্গে থাকিয়া যখন পরস্পরকে চিনিয়া লইলে, তখন পরস্পরের প্রকৃতিতে যাহা আছে, তাহার জন্য জমি রাখিয়া তবে নিজের সুখের ক্ষেত্র নির্দ্দেশ কর। তোমার এক পুত্র বা এক ছোট ভাই গান বাজনা ভালবাসে, তদ্ভিন্ন সে অসুখী হয়। বাড়ীর এক পাশের

একটি ঘর তাহার বৈঠকখানার জন্য দেও, সেখানে সে নিজের বন্ধুগণকে লইয়া গান বাজনা করে, তাতে হানি কি? তুমি তোমার বন্ধুদল লইয়া আর এক ঘরে খবরের কাগজ পড়, গল্প কর ও রাজনীতির চর্চ্চা কর; উভয়েই সুখে থাকিবে। একের যাহা মনের ভাব বা অভিরুচি তাহা অপরের উপরে চাপাইতেই হইবে, এই চেষ্টাতেই সকল পারিবারিক অশান্তি উৎপন্ন হয়। পতি পত্নীর মধ্যে একের ভাব বা মত অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টার মত অশান্তির কারণ আর নাই। বুঝিয়া ত লইয়াছ কার প্রকৃতি কি চায়, সেইটুকুর জায়গা রাখ না কেন, সেটুকুর ক্ষেত্র দেওনা কেন, সেটুকুর প্রতি উদাসীন থাক না কেন? এ শুভ বুদ্ধিটুকু কেন ঘটে না?

পারিবারিক শান্তি পতি বা পত্নী উভয়ের পক্ষে মহামূল্য সামগ্রী হওয়া উচিত। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, পতি বা পত্নী কিঞ্চিৎ ব্যয়কুণ্ঠ, পত্নী বা পতি কিছু হাতখোলা, ইহা লইয়া ঘোর পারিবারিক অশান্তি। স্বীকার করিলাম ঐ স্থলে পত্নী যদি সম্পূর্ণরূপে পতির অনুসারিণী হইতেন বা পতি পত্নীর অনুযায়ী হইতেন, তাহা হইলে হয়ত মাসিক ব্যয় দশ টাকা কম হইত। জিজ্ঞাসা করি,—তাঁহাদের পারিবারিক শান্তির দাম কি দশ টাকাও নয়? দশ টাকার জন্য পারিবারিক শান্তি কি ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত?

অনেক স্থলে এরূপ হয়, পতি পত্নী যখন একত্র হন, পতি তাঁহার বাহিরের চিন্তা বাহিরে ফেলিয়া আসেন, পত্নী তাঁহার

সংসারের চিন্তা সংসারে রাখিয়া আসেন। পত্নী বাহিরের কোথায় কি আছে জানেন না, পতিও সংসারের কোথায় কি আছে জানেন না। শিক্ষার অভাব ইহার একটি প্রধান কারণ। কিন্তু প্রকৃত দাম্পত্য সম্বন্ধের এ নিয়ম নয়; পরস্পর পরস্পরের সহায় ও মন্ত্রী।

অনেক স্বামী দাস দাসী বা সন্তান সন্ততির সমক্ষে পত্নীকে অপমান, তিরস্কার বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; ইহাতে তাঁহাদিগকে কর্ত্রী-পদ হইতে চ্যুত করা হয়। যাহা কিছু বলিবার ইহাদের অসাক্ষাতে বলা উচিত; স্ত্রীর পক্ষেও এই কর্ত্তব্য।

দম্পতি আপনাদের প্রণয়ের বিষয় যেমন যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ান না, সেইরূপ পরস্পরের যে কিছু ত্রুটি দেখেন তাহাও লোকালয়ে বলিয়া বেড়ান না।

অনেক পত্নী স্বামীর অভাব ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল নিজের অভাবের বিষয়ই দেখেন; ইহাতে স্বার্থ-পরতা ও সমদুঃখসুখতার অভাব প্রকাশ পায়। ইহার ন্যায় প্রণয়ের শত্রু আর নাই।

অনেক নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের এক প্রকার দুর্ব্বলতা আছে। মৌখিক আদর তাঁহাদের অতি মিষ্ট। পতি শিশুর ন্যায় তাঁহাদিগকে আদর করেন, এই তাঁহারা চান; সুতরাং কথায় কথায় মানিনী হইয়া সেই আদর নবীন করিয়া লইয়া থাকেন। কথায় কথায় তাঁহারা প্রণয়ের অভাব দেখিতে পান, এবং

আপনাদিগকে হতভাগিনী বলিয়া শোক করিয়া থাকেন। এরূপ স্ত্রীলোক ভালবাসার পাত্রী হইলেও পুরুষের শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে পারেন না।

জীবন-সংগ্রাম অতি গুরুতর সংগ্রাম; কত ভাবিলে, কত খাটিলে, তবে এ জীবনে মানুষ হওয়া যায়, ও স্বীয় কর্ত্তব্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করা যায়। রমণি, তুমি সেই বিষয়ে প্রকৃত সহায় হইবার জন্যই দাম্পত্য সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছ, এটি যেন ভুলিও না। কোণে বসিয়া বালিকার ন্যায় অশ্রুপাত করিলে চলিবে না; উঠ, কোমর বাঁধ, সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া পতির স্কন্ধের পার্শ্বে নিজের স্কন্ধ দেও। সংসারে স্বকর্ত্তব্য সাধন করা ছেলে খেলা নয়।

আবার কতগুলি মূর্খ স্ত্রীলোকের এরূপ ভাব দেখি, তাঁহারা পতিকে সর্ব্বগ্রাস না করিলে সন্তুষ্ট হন না। পতির সমুদায় ভালবাসা, সমুদায় সময়, সমুদায় অর্থ অধিকার করিতে না পারিলে মহা দুঃখিত। তাঁহাদের আর্ত্তনাদ আর ঘুচে না। এমন কি পতি দশ জন বন্ধুর সহিত পাঁচ ঘণ্টা যাপন করিলেও তাঁহাদের অভিমান। এই বিষয় লইয়া পতির দারুণ যন্ত্রণার কারণ হইয়া পড়েন। এরূপ মূর্খ পত্নীদিগের প্রতি উপদেশ এই, তোমরা ভালবাসিয়াছ বলিয়া কি মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়াছ? ইহাও জানিও, তোমাদিগের পতিদের অপরের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, পরমেশ্বরের প্রতিও অনেক কর্ত্তব্য আছে। তাহা বিস্মৃত হইলে তাঁহারা মানুষ হইতে পারিবেন

না, এবং সেই মনুষ্যত্ব লাভে সাহায্য করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য।

সুখে গৃহধর্ম্ম করিতে হইলে, পদে পদে ক্ষমা গুণের বিশেষ প্রয়োজন। হঠাৎ উত্তেজনা বশতঃ আমরা এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলি, কিংবা এমন অনেক কাজ করিয়া বসি, যে জন্য আমরাই পরে অনুতপ্ত হই। পতি অথবা পত্নী যদি উত্তেজনা-সম্ভূত সেই সকল কথা ও কাজকে ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আর গৃহে শান্তি থাকে না। প্রসন্ন মনে এ সকল ভুলিয়া যাইতে হইবে। অনেক স্ত্রীলোকের এই সদ্বুদ্ধিটুকু না থাকাতে পরিবার মধ্যে সমূহ অকল্যাণ ঘটে।

যে গৃহে সন্দেহ, ঈর্ষ্যা বা সশঙ্কভাব থাকে, সে গৃহ কণ্টক-শয্যার সমান। কোপন স্বভাবের ন্যায় পারিবারিক শান্তির শত্রু আর নাই। যেখানে মন অসঙ্কোচে খেলিতে পায় না, সে আপনার গৃহই নয়। অনেক স্ত্রীলোক এই কারণে স্বামীর বিপথ-গমনের কারণ হইয়া পড়েন।

সুস্থ শরীর, মিতাচার, পবিত্রতা, শান্ত প্রকৃতি, পরস্পরকে সুখে রাখিবার ইচ্ছা, এই উপাদান সকল যে গৃহে মিলিত হয়, দেবতারা স্বর্গ হইতে সেই গৃহের দিকে তাকাইয়া থাকেন, কারণ তাহা পুষ্পোদ্যান অপেক্ষা সুন্দর।

ঝটিকাবসানে কদলী কাননে যে দৃশ্য দেখা যায়, অমিতাচারী ও কোপন-স্বভাব লোকের গৃহে পদার্পণ করিলেই সেই দৃশ্য চোখে পড়ে। সাধু লোকে দেখিয়া মনে মনে শোক করিয়া থাকেন।

সরোবরের জলে যষ্টি প্রহার করিলে তরঙ্গায়িত জল স্থির হইতে যেমন দশ দণ্ড সময় লাগে, তেমনি এক বার ক্রোধ করিলে গৃহস্থের গৃহে প্রণয়ের যে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে দশ দিন লাগে।

একে অন্যের সুখ চায়, অথচ সকলেই সুখী হয়, এইটিই পারিবারিক সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য।

যাহার আচরণে ক্লেশ পাইয়াছি, বা যাহার কর্কশ ভাষায় বিদ্ধ হইয়াছি, তাহারই কল্যাণ চিন্তায় রত আছি; পত্নী অন্তঃপুরে দুর্ব্বচনে দগ্ধ করিলেন, পতি বাহিরে আসিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যলাভ বা ধর্ম্মশিক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন,—ইহাই পারিবারিক সম্বন্ধের দেবত্ব।

প্রকৃত ভালবাসার মূলে শ্রদ্ধা। ভালবাসাতেও লঘুচিত্ততা থাকিতে পারে। পতিপত্নীর পরস্পরের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কি না, দেখা কর্ত্তব্য। যে পতির প্রতি পত্নীর প্রগাঢ় আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধা, তিনিই পুরুষ; তাঁহাতে প্রকৃত সাধুতা আছে। যে রমণীর প্রতি পতির গভীর শ্রদ্ধা, তিনিই প্রকৃত সাধ্বী। বাহিরের লোক চরিত্রের উপর পিঠ দেখে, পতি পত্নী ভিতর পিঠ দেখেন; তজ্জন্যই চরিত্রে প্রকৃত সাধুতা না থাকিলে পরস্পরের নিকট শ্রদ্ধেয় হওয়া যায় না; সুতরাং লোকের গৃহ চরিত্র-পরীক্ষার অতি কঠোর স্থান। তুমি পশু কি দেবতা, তোমার স্ত্রীর সহিত দুই দণ্ড কথা কহিলেই জানিতে পারি।

এক বার এক জন খ্রীষ্টীয় মহিলা কোন ব্রাহ্মের পত্নীকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পতি যদিও সচ্চরিত্র লোক, তথাপি নরকে যাইবেন, কারণ তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী নন। ইহাতে ব্রাহ্মের পত্নী প্রাণে এত আঘাত পাইয়াছিলেন যে, অধোবদন হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং তদবধি অনেক দিন সেই খ্রীষ্টীয় মহিলার মুখ দেখিতে চান নাই। ঐ সাধ্বী রমণী আর এক সময় এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে পরমেশ্বর, তুমি আমাকে যে স্বামী-রত্ন দিয়াছ, আমি হতভাগিনী না বুঝিয়া ইঁহার ধর্ম্মসাধনের পথে কত ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছি। আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর। আশীর্ব্বাদ কর যেন ইঁহার ধর্ম্মপথে সঙ্গিনী হইতে পারি। আমার জন্য যেন ইঁহাকে ক্লেশ পাইতে না হয়।"

যাঁহারা বলেন স্ত্রীর প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না, তাঁহাদের কথাতে এই প্রমাণ হয়, নিজ নিজ পত্নীর প্রতি তাঁহাদের চরিত্রের কোন প্রভাব নাই; অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে অনেক স্থলে দেখা যাইবে দাম্পত্য সম্বন্ধের নিকৃষ্টতাই ইহার প্রধান কারণ; এবং তাঁহাদের বাহিরের চরিত্র যেরূপ, গৃহের চরিত্র সেরূপ নয়। তবে স্থলবিশেষে পত্নীর উচ্চ ভাব গ্রহণের শক্তি না থাকিতেও পারে; এরূপ স্থল অতি বিরল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সন্তান-পালন

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই সে গৃহের জীবনে, বিশেষতঃ জননীর জীবনে, প্রধান স্থান অধিকার করে। একটি শিশু চলিতে বলিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে দ্বিতীয় শিশুর জন্ম না হওয়াই ভাল। শিশু সন্তানের মধ্যে বাধ্যতা অপেক্ষা উন্নত মন অধিক মূল্যবান্। গৃহমধ্যে ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা ও ন্যায়সঙ্গত শাসনের সমাবেশ। শৈশবে জীবনের প্রধান কাজ, খেলা; এই জন্য শিক্ষাও খেলার মধ্য দিয়া দিতে হইবে। শিশুদিগের শাসন ও শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান উপায়,—মিষ্ট কথা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পিতামাতার সাধুতা। পিতামাতার সহিত সন্তানগণের অসঙ্কোচ সম্বন্ধ। শারীরিক দণ্ড বাঞ্ছনীয় নয়; প্রিয়বস্তু হইতে বিযুক্ত করা অধিক ফলপ্রদ। শিশুরা সাধুভাবের দ্বারা চালিত হইয়া কোন ক্ষতি করিলে তিরস্কার না করাই ভাল। সন্তানের বিবেক ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা কর। শিশুদিগকেও বুদ্ধিশালী জীবের ন্যায় ব্যবহার কর; কেবল আদেশের দ্বারা চালাইও না। আত্মশ্রদ্ধা ও পরিবারের শ্রদ্ধা চরিত্র গঠনের মূল। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, জীবের প্রতি প্রেম, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম।

প্রেমের প্রথম ফল বিবাহ, দ্বিতীয় ফল সন্তানের মুখ দর্শন। নিতান্ত স্বার্থপর যে ব্যক্তি, এই উপায়ে জগদীশ্বর তাহাকেও নিঃস্বার্থ করেন।

শিশুরা আমাদিগকে বেতন দেয় না, অথচ আমরা ভৃত্যের ন্যায় খাটিয়া মরি! আমাদের সহস্র অসুবিধার দিকে তাহাদের

দৃষ্টি নাই ; কিন্তু তাহাদের একটু অসুবিধা সহিবে না। কি চমৎকার দাসত্ব ! কেনই বা এ দাসত্ব করি !

তাহারা যখন আমাদের ঘরে খেলিয়া বেড়ায়, বোধ হয়, আমরা এবং আমাদের যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় তাহাদেরই জন্য। অগ্রে তাহাদের সুখ ও সুবিধার স্থান রাখিয়া, তৎপরে আমাদের সুখ সুবিধার রেখাপাত করিতে হয়।

শিশুদিগের রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার জননীর উপর। সে ভার ঈশ্বর-দত্ত। এই কারণে জগদীশ্বর এই ভার বহনের উপযুক্ত বস্তুও দিয়াছেন। এই বস্তু নিঃস্বার্থ ভালবাসা। যদি জননীর অশক্তি-নিবন্ধন শিশুর প্রতিপালনের ভার অপরের প্রতি দিতে হয়, তাহা হইলে শিশুরা কখনও সুন্দর ভাবে প্রতিপালিত হয় না। যেখানে মাতৃস্তন্য ও মাতৃস্নেহ নাই, সেখানে কি শিশুর প্রকৃত পালন হইতে পারে ? স্বার্থপর দাস দাসী, যাহারা কেবল অর্থের সম্পর্কে আছে, আমার শিশুটি পীড়িত হইলে কি তাহাদের প্রাণে তত বাজিবে ? তাহার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া কি তাহাদের প্রাণে তত সুখ হইবে ?

এই কারণে একটি শিশু নিজে চলিতে বলিতে সমর্থ হইবার পূর্ব্বে, গৃহমধ্যে দ্বিতীয় শিশুর জন্ম না হওয়াই ভাল। ধার্ম্মিক জনক জননী সন্তানগণের কল্যাণ কামনা দ্বারা আপনাদিগকে সর্ব্বদাই সংযত করিবেন। এই আত্মসংযমে আমরা যতই সমর্থ হইব, ততই জগদীশ্বরের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পারিব।

জগতের কি ধর্ম্ম-বিহীন অবস্থা হইয়াছে! অনেক জননী অসহায় শিশুদিগের প্রতিপালনের ভার সামান্য নির্ব্বোধ দাস দাসীর উপর দিয়া নিজেরা বিশ্রাম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, রাত্রিকালে সুষুপ্তির সুখের ব্যাঘাত হইতে দেন না। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য সমাজে এই প্রকার দূষিত আচরণ দ্বারা সমূহ অকল্যাণ ঘটিতেছে। বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অতি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেক বিবাহিত স্ত্রীলোক সমস্ত দিন কলে কাজ করিয়া থাকে। তাহারা পাড়ার কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার হস্তে শিশুগুলি রাখিয়া ও দুগ্ধের পয়সা দিয়া যায়। ঐ শিশুগুলিকে পালন করা উক্ত বৃদ্ধাদিগের এক প্রকার ব্যবসায়, সুতরাং ইহা হইতে তাহারা লাভ করিবার চেষ্টা করে। মাতা যদি দিনের মধ্যে চারি বার দুগ্ধ দিত, তাহারা দুই বার দেয়; দুগ্ধে প্রচুর জল মিশাইয়া সেই জল পান করায়; নিতান্ত কাঁদিলে অহিফেন সংযুক্ত কোন প্রকার ঔষধ খাওয়াইয়া নিদ্রিত করে। শিশুদিগকে এরূপে অনেক দিন মানুষ করিতে হয় না; অল্প কালের মধ্যে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুগুলি তাহাদের জননীদিগের পক্ষে ভার-স্বরূপ, সুতরাং অনেক স্থলে শিশুগুলি অকালে মরিলে মাতাদিগের ব্যয় বাঁচিয়া যায় বলিয়া তাহারা বিশেষ দুঃখিত হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ বন্দোবস্ত করিতে গেলে কিরূপ শোচনীয় ফল উৎপন্ন হয়, তাহা সকলে দর্শন করুন।

ভারতবর্ষীয় মাতারা চিরদিন সন্তানদিগের প্রসূতি, ধাত্রী, পাচিকা ও পরিচারিকার কাজ করিয়া আসিতেছেন। জগদীশ্বর করুন, তাঁহাদের এই ভারই থাকুক। যে শিক্ষা ও সভ্যতাতে ক্ষুদ্র শিশুকে পরের হস্তে দেয়, সে শিক্ষা ও সভ্যতাকে ঘৃণা করি।

যে ঘরে ক্রোধশীল পিতা মাতা, সে ঘরে শিশুর মন ক্রীড়া করিতে পায় না। মৎস্য না খেলিলে যেমন বাড়ে না, বালকের মন তেমনি না খেলিলে বাড়ে না।

সুবোধ ও বাধ্য সন্তানের সমাজ মধ্যে বড় প্রশংসা; কিন্তু তাহাকে সুবোধ ও বাধ্য করিতে গিয়া অনেক সময় কঠোর শাসন দ্বারা তাহার ভাবী মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে ব্যাঘাত করিয়া রাখা হয়, তাহা অনেকে ভুলিয়া যান।

সন্তান খেলিতেছে, ডাকিলাম, আসিল না; একটি দ্রব্য আনিতে বলিলাম, আনিল না; ইহা দুঃখের বিষয় বটে। কিন্তু অপর এক জন ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া তার দুঃখ হইল না, একটি কাজ করিয়া সে সত্য বলিতে সাহসী হইল না, একটি অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া বা নিজে করিয়া দুঃখিত হইল না, ইহা অধিক শোচনীয় বিষয়।

তবে শিশুগণের যাহা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিবে, এরূপও হওয়া উচিত নয়। এইরূপে যদি তাহারা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইচ্ছা ও ইচ্ছার বস্তু-প্রাপ্তি এই উভয়ের মধ্যে বিলম্ব সহিতে পারিবে না। ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা যে দুইটি মহৎ গুণ, তাহা তাহাদের চরিত্রে বিকশিত হইবে না। অন্য

যাহা চাহিল, তাহা পরশ্ব পাইবে, এ মাসে যাহা পাইল না আর মাসে পাইবে, এইরূপে তাহাদিগকে সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদের অন্যায় ইচ্ছার ব্যাঘাত করিয়া তাহাদিগকে ধৈর্য্য শিক্ষা দিতে হইবে। ভবিষ্যতে যে তাহারা সাধু ইচ্ছাদ্বারা অসাধু ইচ্ছাকে শাসন করিবে, পিতা মাতার শাসনকে তাহার পূর্ব্বাভাস ও সূত্রপাত মনে করা যাইতে পারে।

আদুরে ছেলে মেয়ে মাত্রই স্বার্থপর হইয়া থাকে: কারণ তাহারা শৈশব হইতে এই শিক্ষা পায় যে, গৃহের মধ্যে তাহাদের ইচ্ছাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী এবং তাহাদের সুখই সর্ব্বোপরি। পিতা মাতা, ভাই বোন, দাস দাসী সকলেই সেই সুখ যোগাইবার জন্য আছে। ইহার পর উত্তর কালে তাহারা স্বসুখপরতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না।

শিশুদিগের শাসন ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। সেটির পুনরুক্তি করা যাইতেছে ঃ—গৃহ-মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত স্বাধীনতা ও ন্যায়-সঙ্গত শাসন উভয় বিদ্যমান থাকিবে। শিশুরা নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইবে, যেন তাহাদিগকে দেখিবার কেহ নাই ; অথচ অন্যায়ের সীমাতে পদার্পণ মাত্র জানিতে পারিবে যে এক জন বা দুই জনের দৃষ্টি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল।

এমন অনেক নির্ব্বোধ পিতা মাতা দেখিয়াছি, যাঁহারা মনে করেন শিশুরা খেলিতে যে সময়টুকু ব্যয় করে, সেইটুকু অপব্যয় হয়, এবং দিন রাত্রি পুস্তকে ও চক্ষে এক করিয়া

রাখিতে পারিলেই প্রকৃত উন্নতি হয়। এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শিশুদিগের খেলা সহ্য করিতে পারেন না। এই সকল লোকের সন্তানগণ রুগ্ন, জীর্ণ, নিস্প্রভ ও জড়-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

শিশুদের খেলাতে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগকে যে শিক্ষা দিবে তাহাও যদি খেলার ভিতর দিয়া দিতে পার, তাহা হইলে ভাল হয়। শিশু অক্ষর চিনিতেছে না, নানা অক্ষর বিশিষ্ট তাস কি ছবি লইয়া তাহার সঙ্গে খেলিতে আরম্ভ কর, হাসিতে হাসিতে দুই দিনে শিখিয়া ফেলিবে।

যাহা তাহার পক্ষে ভার-স্বরূপ তাহা তাহার পক্ষে ঘৃণার পদার্থ; যাহা ঘৃণার পদার্থ, তাহাতে তাহার মন বসে না; যাহাতে মন বসে না, তাহা মনে থাকিবে কিরূপে?

ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকার দেখিবার ও শুনিবার সময়, ভাবিবার সময় নয়; সুতরাং এই কালে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা যত সম্ভব দেখাইয়া শুনাইয়া দিতে হইবে। যাহাতে চিন্তাশক্তি বা কল্পনার প্রয়োজন, তাহা এই সময়ে তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে না। সিংহ আফ্রিকা দেশে মরুভূমিতে থাকে, দেখিতে এই প্রকার, ঘাড়ে কোঁকড়া কোঁকড়া কেশর আছে, ইত্যাদি বলিয়া তাহার দুর্ব্বল কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত কর কেন? যদি নিকটে কোন পশুশালা থাকে, এক দিন সিংহ দেখাইয়া আন; সেখানে দাঁড়াইয়া বরং তোমার আফ্রিকা দেশ ও মরুভূমির কথা বলিও; সে সব কথা তার চিরদিন মনে

থাকিবে। দুই প্রকার গ্যাসে জল হয় বলিয়া ক্লেশ দেও কেন? যদি পার এক বার জল প্রস্তুত করিয়া দেখাও, জন্মের মত আর ভুলিবে না, এবং এমন মনোযোগ দেখিবে যাহা দেখিয়া তোমারই আশ্চর্য্য বোধ হইবে।

ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রতি চিন্তার উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহের ভার থাকে। ষোল বৎসরের পর সংগৃহীত উপকরণ লইয়া মানবের চিন্তাশক্তি চরিত্রের ঘর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে; সুতরাং সেই বয়সের পূর্ব্বে যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহা যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যেই দেওয়া উচিত।

মিষ্ট কথা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সর্ব্বোপরি পিতামাতার সাধুতা শিশুদিগের শাসন ও শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান উপায়।

এক জন পিতা বালককে মিথ্যা কথার জন্য প্রহার করিলেন; তৎপরদিন তাহারই সমক্ষে এক জন চাকরকে এক মিথ্যা কথা বলিতে শিখাইয়া দিতেছেন; তাঁহার প্রহারের ফল কোথায় রহিল? অনেক মুর্খ পিতা মাতা নিজেরা যে দোষে দোষী, সন্তানদিগকে সেই দোষের জন্য শাস্তি দিয়া থাকেন। পিতা ঘণ্টায় দুবার তামাক খান, কিন্তু পুত্র যদি দিনের মধ্যে এক বার হুঁকাটিতে মুখ দেয়, তবে রক্ষা নাই; ইহা অপেক্ষা অধিক মূর্খতা কল্পনা করা যায় না। নিজকে অগ্রে সংশোধন করিয়া, পরে অপরকে সংশোধন করিতে বলিলে ভাল হয়।

শাসনের ভিত্তি শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার ভিত্তি চরিত্র। যে জনক

জননীর চরিত্রের উপর সন্তানের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদিগকে বড় অধিক কাল সন্তানদিগের শাসন করিতে হয় না।

পরিবারের কোন লোক একটি পরের দ্রব্য চুরি করিয়া আনিয়াছে, দেখিয়া এক জন গৃহস্থ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, মনের ক্লেশে স্নান আহারে সুখী হইলেন না, এবং যত ক্ষণ সেই দ্রব্যটি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসা না হইল, তত ক্ষণ তিনি স্থির হইতে পারিলেন না। শিশুরা নিস্তব্ধভাবে ঐ সকল লক্ষ্য করিল। এতদ্দ্বারা যে শিক্ষা দেওয়া হইল, দশ দিন নিকটে ডাকিয়া "পরের দ্রব্যে লোভ করিও না" বলিয়া মৌখিক উপদেশ দিলে হয় ত সেরূপ হইত না।

বালক বালিকাদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া দেখিয়াছি, "ইহা কর্ত্তব্য উহা অকর্ত্তব্য" ইত্যাদি বলিয়া সাধারণ ভাবে নীতি উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের জীবন-চরিত হইতে প্রকৃত ঘটনা উদ্ধার করিয়া গল্প করিলে তাহারা অধিক গ্রহণ করিতে পারে। অতএব গল্পের দ্বারাই তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হয়।

সন্তান পালন সম্বন্ধে আর একটি কথা সর্ব্বদাই জনক জননীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গৃহটি যেন সন্তানের পক্ষে এরূপ স্থান হয়, যেখানে তাহার কোন সুখের অপ্রতুল থাকিবে না। অর্থাৎ তাহার রুচি বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা সকল চরিতার্থ হইবার উপায় থাকিবে। পিতামাতার সহিত এরূপ আত্মীয়তা ও নৈকট্য থাকিবে যে তাহাবা জনক জননীকে বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান

করিবে এবং অসংকোচে তাঁহাদিগকে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিবে। যদি ঘরে মনের কথা না ভাঙ্গিতে পারে, তাহা হইলে সেই কথা ভাঙ্গিবার লোক বাহিরে অন্বেষণ করিবে। তাহা ভাল নয়। তাহাতে বিপদ আছে।

কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেখানে স্বাধীন ভাবে পরস্পরের সহিত হাস্য পরিহাস করেন, সেখানে শিশুদিগকে থাকিতে না দেওয়া উচিত ; কারণ তাহাতে তাহাদের অকাল-পক্কতা জন্মে।

শিশুদিগকে তাড়না দ্বারা শাসন করা যুক্তিসঙ্গত কার্য্য নয়। আমরা ক্রোধ-পরবশ হইয়া যখন তাড়না করি, তখন ধর্ম্ম নিয়মের ব্যাঘাত করি ; কারণ, মানুষ উত্তেজনাধীন হইয়া যে কার্য্য করে, তাহাতে প্রায় ন্যায়কে রক্ষা করিতে পারে না, লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়। শারীরিক দণ্ড অপেক্ষা দণ্ডস্বরূপ তাহাদের প্রিয় বস্তুগুলি হইতে যদি তাহাদিগকে বিযুক্ত করা যায়, তাহাতে অধিক ফল ফলে। সন্তানকে বলিলাম, "দেখ, যদি তুমি অন্যায় কার্য্য কর, তোমাকে যে সুন্দর ছাতাটি দিয়াছি কাড়িয়া লইব।" সে অপরাধী হওয়াতে তাহাই করিলাম। এ শাস্তি তাহার প্রাণে লাগে ও অনেক দিন মনে থাকে।

সর্ব্বদা তাড়না আবশ্যক নয় ; কিন্তু অন্যায় কার্য্য করিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না, এক জন দেখিবার ও সংবাদ লইবার লোক আছেন, এইমাত্র তাহাদের মনে থাকিলে তাহারা সচরাচর সুপথে থাকে। জনসমাজ মধ্যে পরস্পর দ্বারা যে সামাজিক শাসন হয়, তাহারও প্রকৃতি এই।

বালক বালিকারা কখনও কখনও সাধুভাব দ্বারা চালিত হইয়া গৃহের ক্ষতি করে কিংবা অন্যায় কার্য্য করে ; জনক জননীর অবস্থা না জানিয়া দান করিতে চায়, পরস্পরকে সাহায্য করিতে গিয়া গৃহ সামগ্রী নষ্ট করে, অপর বালক বালিকার উপকার করিতে গিয়া আপনাদিগকে বিপদে ফেলে। এই সকল স্থল পিতা মাতার পক্ষে অতি সংকট স্থল। এক দিকে তাহারা যে ক্ষতি বা অন্যায় কার্য্য করিয়াছে তাহা প্রদর্শন করা ও সংশোধন করা যেমন আবশ্যক, অপর দিকে যে সাধুভাব ও সদিচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছে তাহার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করা এবং তাহার পোষণ করাও তেমনি কর্ত্তব্য। অনেক নির্ব্বোধ পিতা মাতা ক্রোধপরবশ হইয়া এই সময়ে সংশোধন করিতে গিয়া তাহাদের হৃদয়ের সাধুভাবগুলিকে পদদ্বারা দলন করিয়া ফেলেন। গৃহের ক্ষতি হইলেও এ সময়ে তাহাদিগকে তিরস্কার না করা ভাল।

জীবিত কালসর্পের উপর পা দিও, কিন্তু সন্তানের বিবেকের উপর পা দিও না। সাবধান! সাবধান! এমন কর্ম্ম কখনও করিও না। তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিতে তাহাকে যে পথ দেখাইতেছে, তাহা যদি তোমার পক্ষে বিপথ, মৃত্যুর পথ, সর্ব্বনাশের পথ বোধ হয়, তথাপি তাহার বিবেককে আদর কর, ভয় দ্বারা তাহাকে বিবেক-বিরুদ্ধ আচরণে নিযুক্ত করিও না। যদি পার তাহার বিবেককে প্রকৃত পথ দেখাইবার চেষ্টা কর, যদি অসমর্থ হও মনে মনে দুঃখিত থাক, কিন্তু তাহার মনুষ্যত্বের

ও মহত্ত্বের প্রতি হস্তার্পণ করিও না। ধর্ম্মবুদ্ধিকে যদি ম্লান কর, তবে আর তাহার মনুষ্যত্বও থাকিবে না !

"সন্তান আমার কথায় উঠিবে, আমার কথায় বসিবে" এরূপ ইচ্ছা না করিয়া, স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবে, এমন কি আমার ত্রুটি ও ভ্রম সকল অসংকোচে প্রদর্শন করিবে, ও নিজের কর্ত্তব্যপথ নিজে দেখিয়া লইবে, এইরূপ মনুষ্যত্বে শিক্ষা দিবার ইচ্ছা কর। তাহাই উদার পিতা মাতার কর্ত্তব্য। এইরূপেই একটি মানুষ হইতে দশটি মানুষ প্রস্তুত হয়।

এক জন উদার সাধু পুরুষের বিষয় জানি, তিনি আপনার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কন্যাদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা শিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব এখন হইতে আমি না থাকিলে তোমরা যেরূপ স্বীয় স্বীয় জীবনপথে অগ্রসর হইতে, তাহা কর। তোমাদের পিতার জীবন যেন তোমাদের পক্ষে ভার স্বরূপ না হয়।" তিনি তদবধি আর সন্তানদিগের চিন্তা, বিবেক ও কার্য্যের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই।

শিশুরা যত দিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, যত দিন তাহাদিগের চিন্তাশক্তি ও বিবেক বিকশিত না হয়, তত দিন পিতা মাতা যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই পথে তাহাদিগকে চালাইতে বাধ্য। কিন্তু সে বিষয়েও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে, যথাসাধ্য তাহাদের যুক্তি ও বিবেকের উন্মেষ করিবার

চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের কার্য্যের যুক্তি সকল যথাসাধ্য তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং ন্যায়ান্যায় প্রদর্শন করিতে হইবে। অনেকের সংস্কার আছে শিশুকে কেবল আদেশ দ্বারা চালাইতে হইবে, কিন্তু তাহা ভ্রম; তাহাদিগকেও যথাসাধ্য বুদ্ধিশালী জীবের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত।

ইহা আমরা স্বচক্ষে অনেক বার দর্শন করিয়াছি যে, যে সকল বালক বালিকা নিজ গৃহে পিতা মাতা ভাই ভগিনীর ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, বড় হইলে আর তাহাদের নিজ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না এবং তাহারা সেই চরিত্র রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয় না। সন্তানকে ঘরে শ্রদ্ধা কর, সে বাহিরে ভদ্র ব্যবহার করিবে।

ঘরে শ্রদ্ধা করার অর্থ কি? তাহার কথাতে বিশ্বাস কর, হঠাৎ মিথ্যাবাদী মনে করিও না; সে যখন কথা কয়, তখন সেই কথার প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিও না; সে যখন খেলা করে, তখন তাহার খেলাতে যে তোমাদেরও আনন্দ আছে, তাহা তাহাকে জানিতে দেও; অর্থাৎ তাহার সুখ দুঃখের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিও না।

আমি কখনও ঠিক পথে আছি, কখনও ভ্রমে পড়িতেছি, কখনও মিষ্ট কথা বলিতেছি, কখনও কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিতেছি, আমি দুর্ব্বল জীব, আমি ত এরূপ করিবই। জগদীশ্বর করুন আমার চরিত্রে যেন এমন কিছু থাকে, যাহা

দেখিয়া আমার সন্তানদিগের এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিবে যে যাহা কিছু সৎ তাহাতেই তাহাদের পিতার অনুরাগ এবং যাহা কিছু অসৎ তাহার প্রতি বিষতুল্য জ্ঞান। এইটুকু থাকিলেই বয়সে তাহারা সুপথ দেখিবে।

শিশুরা যেন গৃহের মধ্যে তিনটি বস্তু সর্ব্বদা দেখিতে পায়। (১ম) সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, (২য়) জীবের প্রতি প্রেম, (৩য়) ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। এই তিনটির বাতাসে থাকিলেও তাহারা মানুষ হইবে।

সন্তানগণ পিতা মাতাকে নানা অবস্থায় বসিতে দেখিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহারা ভক্তিভাবে পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছেন, এই ভাবে যেন তাঁহাদিগকে বসিতে দেখিতে পায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ভাই-ভগিনীর সম্বন্ধ

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ চিরকাল এক ভাবে থাকা উচিত ; কিন্তু এদেশে বাল্য বিবাহ ও নারীর মর্য্যাদার অল্পতা বশতঃ সে সম্বন্ধ চির দিন এক ভাবে থাকে না। ভাইদের পরস্পরের সম্বন্ধের উপরে সমান দায়াধিকারের নিয়মের এবং একান্নভুক্ত পরিবার প্রথার ফলাফল। উন্নত হৃদয়ে ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ চির দিন মধুময় হইয়া থাকে। ভাই ও ভগিনী মধ্যে মধ্যে মিলিত হওয়া ভাল ; ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। হীনচরিত্র ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি কর্ত্তব্য।

যে দেশে পুরুষ বংশধর ও রমণী ঘৃণার পাত্রী, সে দেশে ভ্রাতা ভগিনীর সৌহার্দ্দ্য স্থাপন হইতে অনেক বিলম্ব আছে।

পুত্র উপার্জ্জক, কন্যা পরগৃহে যায়, এই জন্য যে যত্নের প্রভেদ, তাহার মূলে স্বার্থপরতা, তাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে।

এ দেশে ভ্রাতা ভগিনী যত দিন শিশু, তত দিন অকপট প্রণয় ; বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভগিনীরা ভ্রাতাদিগের অবজ্ঞার পাত্রী হইয়া অনেক দূর গিয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের এই মানব জীবনের ও মানব সমাজের প্রধান সুখ কি ? ভালবাসা দিয়া সুখ এবং ভালবাসা পাইয়া সুখ।

ভগিনী পরের গৃহে যাউন না কেন, ভ্রাতার গৃহ ও ভ্রাতার হৃদয় সর্ব্বদা তাঁহার জন্য পাতা থাকিবে। যখনই আসুন সে

স্থল তাঁহার আরামের স্থান, যে কয় দিন ভ্রাতৃগৃহে বাস, সে কয় দিন পরম আনন্দে দিন যায়।

ভ্রাতা সায়ংকালে কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়া দেখিলেন, ভগিনী সপরিবারে গৃহে উপস্থিত, অমনি আর সুখের সীমা নাই। তাহাদিগকে কোথায় রাখেন, কি দেন, কি খাওয়ান যেন সেই জন্যই ব্যস্ত। এইরূপ গৃহেই ভগিনীরা আসিয়া সুখী হয়।

ভগিনীর গৃহও এমন হইবে যে, তথায় গিয়া ভ্রাতার প্রাণ জুড়াইবে।

যে ভগিনীর সহিত শৈশবে এক জননীর হস্ত হইতে আহারের দ্রব্য কাড়াকাড়ি করিয়াছি, মাতার দুই জানুতে দুই জনে বসিয়া বিবাদ করিয়াছি, যৌবন ও শিক্ষার কি এই ফল হইল যে, সেই ভগিনী আমার হৃদয় হইতে দশ যোজন দূরে গিয়া পড়িল ?

এ দেশে বাল্যবিবাহ নিবন্ধন ভগিনীকে অল্প বয়সেই পরের গৃহে যাইতে হয়। কি আশ্চর্য্য, এত শৈশব হইতে দূরে থাকিয়াও ভগিনীর ভালবাসা যেন হ্রাস হয় না। ভ্রাতা ভুলিয়া থাকেন, কিন্তু ভগিনী কাক মুখেও ভ্রাতার তত্ত্ব পাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন। এখানে আমার একটি সন্তানের মৃত্যু হইল, শুনিয়া দিল্লীতে আমার ভগিনীর চক্ষে জল পড়িতে লাগিল ! এত দূরে থাকিয়াও দাদার প্রাণে ক্লেশ হইলে, তার প্রাণে ক্লেশ হয় !

অনেক স্থলে অল্প বয়সে জননীর কাল হইলে, বাড়ীতে যদি বয়ঃপ্রাপ্ত বিধবা ভগিনী থাকেন, তিনি মাতৃ-স্থানীয়া হইয়া ভ্রাতাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তখন তিনি মায়ের ভাবনা ভাবিয়া থাকেন এবং অম্লানচিত্তে সকল উপদ্রব সহ্য করেন।

অদ্য যদি আমার পীড়া হয় এবং আমার ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ে নিকটে থাকেন, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় যে, আমি ভগিনীর নিকটই অধিক যত্ন ও সেবা পাইব। ভ্রাতা ও ভগিনীতে এত প্রভেদ! হায়, যে ভগিনীর এত প্রেম ও সদ্ভাব এই দুর্ভাগ্য দেশে সেই ভগিনীর প্রতি কি অনাদর!

যত দিন মাতা জীবিত থাকেন, তত দিন ভ্রাতার গৃহে আসিয়া তাহারা একটু যত্ন পায়; কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে অনেক স্থলে সে গৃহ যেন পরের গৃহ হইয়া যায়। এই জন্যই এ দেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, "মা মরিলে বাপ তালুই, ভাইরা হয় বনের বালুই।"

যদি বিধাতা কোন ভগিনীকে অকাল বৈধব্যে পাতিত করেন, তখন তাঁহাকে ভ্রাতৃজায়াদিগের কৃপার মুখাপেক্ষী হইয়া কিরূপ সঙ্কোচে ও দাসীভাবে দিন যাপন করিতে হয়, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন; সকলেই জানেন।

ইংরাজদিগের সমাজে অনেক রমণীকে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হয়; তখন তাঁহাদিগের রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার ভ্রাতাদিগের উপরে পড়ে। পাছে বিবাহ করিলে ভগিনীর

প্রতিপালন ও সুখের ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে অনেক ইংরাজ যুবককে অবিবাহিত থাকিতে দেখা যায়। ভগিনীরা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করেন, তথাপি তাঁহারা বিবাহ করেন না। ইংরাজ সমাজে ভগিনীর যে ব্যক্তি অনাদর করে, তাহাকে অধম প্রকৃতির লোক বলিয়া সকলে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে এক গৃহে বাস, সুতরাং দূরত্বের অধিক সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যেখানে নীচতা, যেখানে স্বার্থপরতা, সেই খানেই বিরোধ।

এ দেশে সমান দায়াধিকারের নিয়ম থাকাতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ভয়ানক শক্রতা আরম্ভ হয়। এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে প্রবঞ্চক মনে করেন। পিতা যদি মৃত্যুর সময় দায়সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া ও অপরের প্রতি সেই ব্যবস্থানুসারে বিষয় রক্ষার ভার দিয়া যান, তাহা হইলে এত গোলযোগ হয় না। ভ্রাতার উপর ভাগ করিয়া দিবার ভার থাকিলেই সন্দেহ ও শক্রতার উৎপত্তি হয়।

এ দেশে একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা প্রচলিত। লোকের যদি উদারতা ও সহিষ্ণুতা থাকে, তদ্দ্বারা ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে প্রণয় ও সদ্ভাব অতি আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু সে উদারতা ও সে সহিষ্ণুতা অনেক স্থলেই থাকে না; এই কারণে একান্নভুক্ত পরিবার সকল অশান্তির আলয় হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরোপাসক ভালবাসার ঋণের দিকে দেখিবেন। যে আমাকে এক বার ভালবাসিয়াছে এবং আমি যাহাকে

এক বার ভালবাসিয়াছি, তাহার নিকট এমন ঋণে বদ্ধ হইয়াছি, যাহার জন্য চিরদিন দায়ী থাকিব। অর্থাৎ, এক ব্যক্তি ঋণের জন্য আদালতে অভিযোগ করিয়া ক্লেশ দিলেও যেমন ভদ্রলোকের ঋণ-দায় ঘুচে না, সেইরূপ, ভ্রাতা যদি অতি বিরূপ হন, তথাপি তাহার ঋণ-দায় কোথায় যাইবে?

এক দিন এক জন যুবা পুরুষ বলিলেন, "অতি শৈশবে আমাদের পিতার পরলোক হয়। পিতাকে আমরা সজ্ঞানে দেখি নাই; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতার কার্য্য করিতেছিলেন। এখন তাঁহার এক বিধবা পত্নী আছেন। যদি আমরা থাকিতে তাঁহার কোন প্রকার ক্লেশ হয়, আমরা অপরাধী হইব; তিনি বিরূপ হইলেও তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।" প্রকৃত ভাব এই, ভালবাসার ঋণ মরিলেও যায় না।

আর এক সময় আর এক জন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "ভ্রাতারা স্বার্থপরতার উত্তেজনায় ও অসতের পরামর্শে শত্রুর ন্যায় নির্য্যাতন করিতেছেন; আমি কি প্রতিহিংসা করিতে পারি? যদিও তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হই, আমার ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্রগুলির ক্লেশ কি দেখিতে পারি?" প্রকৃত মনস্বী লোকের এই এই ভাব। জলবিন্দু যেমন বস্ত্রে পড়িলে সূত্রে ধরিয়া অনেক দূর যায়, ভালবাসা তেমনি এক বার যাহার উপর পড়ে, তাহার সম্পর্ক যত দূর, তত দূর গিয়া থাকে।

এক ভ্রাতা উপার্জ্জন করিবেন, দশ জন অলস হইয়া আহার করিবেন, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। স্বাধীন ভাবে পরিশ্রম করা

মানবের শ্রেষ্ঠ সুখ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। কিন্তু সুসম্পন্ন ভ্রাতা যদি দুঃস্থ ভ্রাতার সাহায্যার্থ অগ্রসর না হন, তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

ভাই ভগিনীগুলি যে সর্ব্বদা একত্র থাকিতে পাইবেন, তাহা নহে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সকলে সপরিবারে এক গৃহে মিলিবার উপায় করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই বোধ হয় ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এক পিতা মাতার রক্ত যত দূর আছে. সকল গুলি একত্র মিলিলেও কত সুখ। সে ছবি কল্পনার চক্ষে দেখিলেও আরাম।

মতভেদ নিবন্ধন ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে যদি বিরোধ হয় হউক, তাহাতে ভালবাসার ঋণ ত মুছিয়া যাইতেছে না।

যদি কোন ভাই বা ভগিনী দুশ্চরিত্র হন, অপরে হয় ত ঘৃণা পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু আমি তাঁহার পাপ দেখাইতে ও তিরস্কার করিতে ছাড়িব না, অথচ বাজ যেমন অপর পক্ষীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পরিভ্রমণ করে, তথাপি তাহাকে না ধরিয়া ফেরে না, আমিও সেইরূপ তাহাকে না ফিরাইয়া ফিরিব না। এক জন যদি প্রার্থনা সহকারে কাহারও উদ্ধার সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সাধ্য কি যে তাহার হস্ত ছাড়াইয়া যায়! আমরাই সৎসংকল্প সাধনে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি; ঈশ্বর পরিশ্রান্ত হন না। এইখানেই দেব ভাব ও মানব ভাবে প্রভেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—জনক জননী

জনক জননী গৃহদেবতা স্বরূপ। পিতাতে ঈশ্বরের ন্যায়পরতা, মাতাতে ঈশ্বরের দয়া। মাতা কখনও সন্তানকে পরিত্যাগ করেন না। (১) অর্থ, (২) অনুরাগ, (৩) আদেশ পালন, এই তিনের দ্বারা জনক জননীর সেবা হয়। জনক জননী যত দিন গৃহে থাকিবেন, কর্ত্তৃত্বের অধিকার তাঁহাদেরই। অধর্ম্মমূলক আদেশ ব্যতীত জনক জননীর আর সব আদেশ সন্তানের পক্ষে পালনীয়। মানব জাতির মধ্যে বাৎসল্য ও পিতৃমাতৃভক্তি আজীবন স্থায়ী ভাব। সেকেন্দর সাহ। পিতৃমাতৃভক্তি বিনা ঈশ্বরভক্তি দাঁড়াইতে পারে না।

সন্তানগণ গৃহের শোভা বৃদ্ধি করে, ভাই ভগিনী সুখ বৃদ্ধি করেন ; কিন্তু গৃহস্থের জনক-জননী গৃহদেবতা স্বরূপ থাকিয়া গৃহের পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। ইহারা তিন দলে যেন তিন কালের প্রতিনিধি স্বরূপ।

এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন, পিতাতে ঈশ্বরের ন্যায়পরতা এবং মাতাতে তাঁহার দয়া অবতীর্ণ। বিবাহে কেবল ন্যায় ও দয়ার মিলন মাত্র। মাতৃস্নেহের ন্যায় এ জগতে আর কোন্ বস্তু আছে ? তাহার মধ্যে কি স্বার্থের গন্ধও দৃষ্ট হয় ? আমি বিরূপ হইলেও মাতা বিরূপ নন, আমি ভুলিলেও জননীর বিস্মৃতি নাই ; আমি ছাড়িলেও তাঁহার প্রাণ আমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। হে মানব, বল দেখি ইহা না দেখিলে

তোমার অন্তরে ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ প্রেমের ভাব এত উজ্জ্বল হইত কি না ?

যদি কেহ ঘরের কড়ি দিয়া দাসত্ব করিতে যায়, তাহাকে লোকে বাতুল বলে ; কিন্তু জননীর দাসত্বের কথা এক বার স্মরণ কর। আত্মবিক্রয় করিয়া সন্তানের জন্য দাসত্ব করেন। এমন দাসত্ব আর কোথায় দেখিব !

জগৎ পাপীকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিলেও কেবল দুই জনে হৃদয় হইতে অন্তর করিতে পারেন না ; মাতা এবং পরমেশ্বর। ইহা কি অত্যুক্তি হইল ?

এ কি সম্বন্ধ ! সন্তান ভাবে, মাতার সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসাতে তার অধিকার। এ অধিকার কে দিল ? কেবল ভালবাসা পাইবার অধিকার নয়, শ্রম করাইবার অধিকার, উপদ্রব করিবার অধিকার, ক্লেশ দিবার অধিকার, শেষ দিন পর্য্যন্ত সাহায্য পাইবার অধিকার।

কত সন্তানের হস্তে জনক-জননী ক্লেশ পাইয়া থাকেন ; দুর্ব্বৃত্ত সন্তানের অসদাচরণে তাঁহাদের মুখ ম্লান হয় ও হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়।

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ-দেবতাং মত্বা গৃহী নিষেবেত।" গৃহী ব্যক্তি পিতা ও মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সেবা করিবেন। পুরাণের কাহিনী সকলও এই উপদেশের অনুরূপ। রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস স্বীকার করিলেন।

এই শিক্ষা হিন্দুসমাজে এত প্রবল যে পিতামাতার আদেশে সন্তানগণ অপকর্ম্মও করিয়া থাকেন।

জনক-জননীর সেবা তিন প্রকারে করা যায়। (১ম) অর্থ দ্বারা, (২য়) অনুরাগ দ্বারা, (৩য়) আদেশ পালন দ্বারা। সৎপুত্র এই ত্রিবিধ সেবাই পিতামাতাকে দিয়া থাকেন।

কিন্তু আদেশ পালন সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করা বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানের পক্ষে উচিত। বিবেককে অনাদর করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইতে হয়।

সংসারের যন্ত্রণা যাঁহারা অনেক সহিয়াছেন এবং প্রাচীন সংস্কারসকল যাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাঁহাদের প্রকৃতি কিঞ্চিৎ কোপন ও অসহিষ্ণু হইবার সম্ভাবনা। যে সন্তান তাহা সানন্দচিত্তে সহিতে পারে না, সে কৃতঘ্ন।

জনক-জননী যে গৃহে বর্ত্তমান, অর্থ সম্বন্ধে এবং সংসারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার। সে অধিকারচ্যুত করিয়া রাখা অপেক্ষা তাঁহাদিগকে গৃহে না রাখাই ভাল।

সাবধান! পিতামাতার আদেশ পালন সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র নিয়ম যে, সন্তান যাহাকে অধর্ম্ম মনে করেন, সে আদেশ তিনি পালন করিবেন না; কিন্তু তদ্ভিন্ন তাঁহাদের জন্য কোন প্রকার সুখ ও সুবিধা পরিত্যাগ করিতে কাতর হইবেন না; অর্থাৎ রামচন্দ্রের ন্যায় চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে যাইবেন, কিন্তু পরশু-রামের ন্যায় মাতৃশিরশ্ছেদন করিবেন না।

যে কার্য্যে সন্তানের রুচির তৃপ্তি, কিন্তু জনক জননীর অসুখ, সৎসন্তান তাহা অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

ধৈর্য্য, সন্তোষ ও সরলতার সহিত গুরুজনের সেবার ভার বহন করিতে হয়। যিনি এই ভাবে সেবা করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সৎসন্তান।

পশু পক্ষীর বাৎসল্য ক্ষণস্থায়ী ; অর্থাৎ শাবকের রক্ষার জন্য যত দিন প্রয়োজন, তত দিন থাকে। শাবক বড় হইলে বাৎসল্যের প্রবলতা আর দৃষ্ট হয় না। মানব হৃদয়ের বাৎসল্য এবং পিতৃমাতৃভক্তি কিন্তু মরিলেও যায় না। ইহা মানবের অমরত্বের একটি প্রমাণ।

বাৎসল্য যেমন মানব-হৃদয়ের স্থায়িভাব, পিতৃমাতৃভক্তিও সেইরূপ স্থায়িভাব। শৈশবে শিশুর রক্ষা, বার্দ্ধক্যে জনক জননীর রক্ষা—বিধাতা উভয়েরই বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহহীন পিতামাতা এবং জনক জননীর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তিহীন সন্তান,—এ দুই অতি অস্বাভাবিক দৃশ্য। দেখিতে ইচ্ছা করে না।

আত্মার বিশেষ দুর্গতি না হইলে হৃদয়ের এমন বিকার উপস্থিত হয় না। হয় স্বার্থ, না হয় কোপ, না হয় ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা এই সকলে মানব-চিত্তকে ঘোর বিকৃত না করিলে, এমন অস্বাভাবিক ভাব জন্মে না।

হায় রে, স্বার্থপরতা! হায় রে, সংসারাসক্তি! তোরা

মানব-হৃদয়কে এত নীচ করিস্ যে এমন স্বর্গীয় সম্বন্ধও মানুষ ভুলিয়া যায় !

দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দর সাহের বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি এক বার যুদ্ধ-যাত্রায় বাহির হইবার সময় এক জন কর্ম্মচারীর প্রতি রাজকার্য্যের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। সেকেন্দর সাহের জননী বড় কোপন-স্বভাবা ও কটুভাষিণী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, এবং কর্ম্মচারীকে কটু-কাটব্য বলিতেন। তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারী সেকেন্দর সাহের নিকট নালিস করিয়া পাঠান। সেকেন্দর সাহ তদুত্তরে লিখিলেন, "আমার মাতার এক বিন্দু চক্ষের জল তোমার শত শত পত্র অপেক্ষা মূল্যবান, তুমি সকল উপদ্রব সহ্য করিবে।"

হিন্দু সমাজে এমন কত ভদ্রলোক আছেন, যাঁহাদের জননীর প্রকৃতি এমন উগ্র ও কর্কশ যে এক দিন তাহা সহ্য করিতে গেলে অনেকের প্রাণ সংশয় হয়। কিন্তু ঐ সকল সদ্‌গুণসম্পন্ন পুত্র আজীবন ধীর ভাবে সেই সমুদয় উপদ্রব সহ্য করিয়া আসিতেছেন। আমরা এই সকল সৎপুত্রের চরণে নমস্কার করি।

শাস্ত্রকারেরা পিতামাতাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই, ঈশ্বর সন্তান রক্ষার ভার পিতা মাতাকে দিয়াছেন। যে হতভাগ্য ব্যক্তি স্বীয় পিতা মাতাকে প্রীতি ভক্তি করিতে পারে না, সে যে ঈশ্বরকে প্রীতি ভক্তি করিবে তাহা কে বলিল? যে জন্য ঈশ্বরকে পিতা বা মাতা বলিয়া

লোকের চক্ষে জল পড়ে, তাহার মূলে পিতা মাতার প্রতি প্রাণের প্রীতি; তাহাই যদি না থাকে তবে মানব তুমি ঈশ্বরকে আর কিছু বলিয়া ডাক, পিতা মাতা বলিও না। হে স্বার্থপর, নিকৃষ্টচেতা, সংসারের সেবক, তুমি তাঁহাকে বল, "তুমি আমার টাকা" "তুমি আমার মোহর" "তুমি আমার কোম্পানির কাগজ," কারণ পিতা মাতা অপেক্ষা এগুলি তোমার প্রিয়!

নবম পরিচ্ছেদ—প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ

প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধকে বেতনের সম্বন্ধ অপেক্ষা ঊর্দ্ধে,—দয়া ও প্রেমের ভূমিতে—লইয়া যাওয়া উচিত। প্রভুর চরিত্রের তেজই ভৃত্যকে ভাল রাখে। ভৃত্যকে পরিবারের অঙ্গ স্বরূপ গণনা কর। ভৃত্যকে সহসা অবিশ্বাস করিও না; অবিশ্বাস জন্মিলে সহসা প্রকাশ করিও না; অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে আর তাহাকে রাখিও না। অযথা তিরস্কার এবং অন্যায়মূলক ও অসত্যমূলক আদেশ বর্জ্জনীয়। একটি বিশ্বাসী ভৃত্যের দৃষ্টান্ত।

আমি তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে বেতন দিবে, ভৃত্য যদিও এইরূপ ভাবে প্রভুর নিকট আগমন করে, তথাপি মানব-হৃদয় ইহার মধ্যেই সুখী হইবার এবং সুখী করিবার অনেক স্থল প্রাপ্ত হয়।

অনুরাগ এবং ভয় এই উভয়েই ভৃত্যকে চালাইতে পারে, কিন্তু এই উভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ।

অনুরাগে যদি কেহ একগাছি তৃণ দেয়, তাহা মহামূল্য বস্তু; ভয়ে যদি মণি-মাণিক্য দেয়, তাহা মূল্যবিহীন নিকৃষ্ট বস্তু।

অনুরাগ সেবার অবসর অন্বেষণ করে, ভয় নিষ্কৃতি পাইবার সুযোগ চায়।

সংসার চালাইতে বা দাস দাসীর শাসন করিতে কর্কশ ভাষা বা নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। কোন প্রকার

ত্রুটি প্রভুর দৃষ্টি অতিক্রম করে না এবং ত্রুটির প্রতি উপেক্ষা নাই, এই মাত্র জানিলেই যথেষ্ট।

প্রভুর যদি সেই চরিত্রের তেজ থাকে, যাহা অন্যায় বা দুর্নীতিকে ঘৃণা করে, তাহা হইলেই যথেষ্ট ; ইহা থাকিলে অধিক তিরস্কারের প্রয়োজন থাকে না।

গৃহস্বামীর মুখে মিষ্ট কথা ভিন্ন শুনি না, কিন্তু চরিত্রের কি এক প্রকার উত্তাপ আছে, যে জন্য সে পরিবার মধ্যে অন্যায়াচরণ করিতে কাহারও সাহস হয় না, ইহাকেই বলে শাসন। পরিজনগণ নিদ্রিত থাকিলেও এই শাসন জাগ্রত থাকে।

মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি এই যে, অনুরাগ পাইলেই অনুরাগ দিয়া থাকে ; ভৃত্যকে সাধুতা দ্বারা পরাজিত করিয়া স্নেহসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিতে পারা প্রভুর প্রকৃত গৌরব।

ভৃত্যকে পরিবারের অঙ্গস্বরূপ গণ্য করিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করিলে সে নিশ্চিত প্রভুর প্রতি আসক্ত হয়।

যত ক্ষণ সে কার্য্যক্ষম তত ক্ষণ সে আত্মীয়, তাহার সহিত কেবল কার্য্যের সম্বন্ধ, এই ভাবে ভৃত্যকে দেখিলে সে সম্বন্ধকে নীচ করা হয় ; তাহা ধার্ম্মিকের অনুপযুক্ত।

ভৃত্যকে সহসা অবিশ্বাস করিতে নাই ; অবিশ্বাস জন্মিলে সহসা তাহা প্রকাশ করিতে নাই ; অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে আর তাহাকে রাখিতে নাই। কারণ, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিদিন বাস করা প্রভু এবং ভৃত্য উভয়ের অধোগতির কারণ।

ভৃত্যের প্রতি আদেশ ও তিরস্কারের সীমা আছে; যেন অযথা আদেশ এবং অযথা তিরস্কার দ্বারা তাহার বিরক্তিকে প্রভুভক্তির সীমা লঙ্ঘন করিতে বাধ্য না করা হয়।

আমার প্রভু আমার সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন নন, জ্ঞাতসারে অন্যায়াচরণ করেন না,—ভৃত্যের যদি এ বিশ্বাস থাকে, প্রভুর অনেক অন্যায়াচরণও সে সহ্য করিয়া থাকে।

অনেক প্রভু ভৃত্যকে নিজ অধর্ম্মাচরণের সহায় করিয়া তাহার চরিত্রকে অধোগতি প্রাপ্ত করেন, এবং নিজের সম্ভ্রমের পথ রোধ করেন। অতএব ভৃত্যকে কখনও কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণে সাহায্য করিতে বলিবে না। "যদি অমুক আসে, বলিস্ আমার পীড়া হইয়াছে",—প্রভুর এই এক মিথ্যা আদেশে তাহার যে ক্ষতি হইল, দুই শত মুদ্রা দিলেও সে ক্ষতি পূরণ হয় না।

আমার খোদাই নামে এক ভৃত্য ছিল, তাহার কথা কিছু বলি। খোদাই আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে বড় ভালবাসিত। তাহার উপরে যে কাজের ভার পড়িত কেবল তাহাই যে সুচারুরূপে করিত তাহা নহে, যাহা আমরা না বুঝিতাম অথচ যাহা আবশ্যক এমন কাজও অনেক করিত। আমি যে যে তরকারি ভালবাসি তাহা সে জানিত, মেয়েরা বাজার করিতে পয়সা দিলে অনেক সময় তাহাদের আদেশের ব্যতিক্রম করিয়া আমার প্রিয় তরকারি আনিয়া বলিত, "মা, এ তরকারি বাবু ভালবাসেন, ভাল ক'রে রেঁধে দিও।" আমরা

কলিকাতায় রাস্তার ধারে এক বাড়ীতে থাকিতাম। উপর তালায় মেয়েরা জোরে হাসিলে সে নীচের তালা হইতে ছুটিয়া উপরে গিয়া বলিত, "মা, তোরা এত জোরে হাসিস নে, রাস্তার লোকে শুন্‌লে কি মনে কর্‌বে ? বাবুর নিন্দে হবে।" এক বার আমার গুরুতর পীড়া হয়, জীবনের আশা ছিল না। সেই অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় জানিতাম না কিরূপে সংসার চলিতেছে। আমার স্ত্রী আমার নিকট কিছু বলিতেন না। কয়েক দিন পরে জ্ঞান হইলে, কিরূপে খরচ চলিতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, খোদাই বলিয়াছে, "মা এ সময় বাবুকে খরচ পত্রের কথা ব'লো না, টাকা না থাক্‌লে আমাকে ব'লো।" পরে শুনিলাম, সে খরচ চালাইবার জন্য আপনার গলার সোণার দানার মালা বাঁধা দিয়াছে। তাহা আমি পরে উদ্ধার করিয়া দিই।

ভিতরকার কথাটা এই, "ও আমার মাহিনার চাকর, কাজ নিয়েই ওর সঙ্গে সম্বন্ধ,"—ভৃত্যের সহিত এরূপ ভাব থাকা উচিত নয়। "ও মানুষ আমিও মানুষ, প্রেম আমার পক্ষেও ভাল ওর পক্ষেও ভাল, আমি ওকে প্রেমে বাঁধ্‌ব,"—এইরূপ ভাব হৃদয়ে থাকা উচিত ; তাহা হইলেই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধে সুখ হয়।

দশম পরিচ্ছেদ—গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রতি কর্ত্তব্য

গৃহপালিত পশুপক্ষীর সহিত সহৃদয়তার সম্বন্ধ মানব হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও উন্নত করে। পশুপক্ষীর ভার কেবল ভৃত্যের উপর ফেলিয়া রাখা উচিত নয়; গৃহী গৃহিণী এবং সন্তানগণ সকলে মিলিয়া সে ভার বহন করিবেন। গৃহপালিত পশুপক্ষী থাকিলে শিশুদের আনন্দ, হৃদয়ের বিকাশ, এবং জ্ঞানলাভ, তিনই হয়। মানুষে ও গৃহপালিত পশুতে ভালবাসা মানুষকে অতিশয় সুখী করে।

নির্ব্বাক্ জীব, তাহাকে যদি সুখে রাখা যায়, তাহাতে প্রাণে কত সুখ হয়।

গাভীটি সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে আসিয়া গৃহের প্রাঙ্গণে যখন দণ্ডায়মান হয়, এবং তাহার বৎস আনন্দে নৃত্য করিয়া যখন স্তন পানের জন্য ধাবিত হয়, তখন সে দৃশ্যের মধ্যে এক প্রকার স্বর্গীয় ভাব দেখা যায়; সে জন্য গৃহস্থের গৃহ এত সুন্দর হয়।

পশুগণ কৃতজ্ঞতা এবং প্রভুভক্তির চিহ্নসকল যখন প্রদর্শন করে, তখন দেখিলে হৃদয় উন্নত হয়।

পশুপক্ষীদিগের রক্ষার ভার কেবলমাত্র দাস দাসীর হস্তে দিলে নির্দ্দয়তা হয়। কারণ, যাহাদের সেবার ত্রুটি হইলে অভিযোগ করিতে পারে না, তাহাদিগকে পরের হস্তে রাখিলে অপরাধ হয়।

ইহাদের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তা বা গৃহিণীর প্রতিদিনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে একটি কর্ম্ম হওয়া উচিত।

বালক বালিকাদিগের ক্রীড়ার্থ গৃহে কুকুর বিড়াল প্রভৃতি রাখা কর্ত্তব্য। নির্জীব পুত্তলিকার সেবা অপেক্ষা সজীব পদার্থের সেবাতে তাহাদের অধিক আনন্দ হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে ভালবাসিয়া তাহাদের হৃদয়ের বিকাশ হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ, অবস্থা বিশেষে পশুদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও ভাব দেখিয়া জ্ঞান লাভ করে।

আহারার্থ বা আমোদ প্রমোদার্থ পশু পক্ষীর হত্যা নিষিদ্ধ ; কারণ, যে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাহাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিলে হৃদয় মনের অধোগতি হয়।

গৃহপালিত পশুর হত্যা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। যাহার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে, সুখ বা স্বার্থের অনুরোধে সে ভালবাসাকে পদে দলিত করা আসুরিক ভাব। যে গৃহে এই ব্যাপার হইয়া থাকে, সে গৃহের বালক বালিকা স্বার্থপরতার উপদেশ প্রাপ্ত হয়।

মানব-অন্তরের প্রীতি কি পদার্থ! এতদ্দ্বারা বনের পশু পর্য্যন্ত মানবের বশ হয়। পশুপক্ষীরা ভালবাসা চিনিতে পারে। যাকে ভালবাসে, তাকে দেখিয়াও কত সুখী হয়। ইহা দেখিলেও সুখ।

এক দিন একটি ছবিতে দেখা গেল, একটি দুই বৎসরের শিশু একটি বৃহৎ কুকুরের সহিত খেলিতে খেলিতে তাহার

কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কুকুরটির যেন এক ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে ক্লেশ হইতেছে, তথাপি নড়িতেছে না, পাছে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। এ সখ্যভাব দেখিলে কি হৃদয় উন্নত হয় না? এই পশুর প্রতি যাহার স্নেহ জন্মে না তাহাকে হৃদয়বিহীন ভিন্ন কি বলা যাইবে?

পশুরা যখন দৌরাত্ম্য করে তখন ধৈর্য্যচ্যুতির বিশেষ সম্ভাবনা, ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে অন্যায় শাস্তি দিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত যেন ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়।

সংক্ষেপে এই বলি, পশুপক্ষী ভিন্ন গৃহস্থের গৃহ পূর্ণাঙ্গ হয় না।

একাদশ পরিচ্ছেদ—অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি কর্ত্তব্য

অতিথিকে সুখী রাখিবার সর্ব্বপ্রধান আয়োজন সহৃদয়তা, লৌকিকতা নয়। সস্ত্রীক হইয়া অতিথি সেবা করিবে; সন্তানদিগকেও অতিথি সেবা শিক্ষা দিবে। অতিথির জন্য অল্প স্বল্প অসুবিধা অম্লান চিত্তে বহন করিবে। অবস্থার অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য অতিথিকে দেখাইতে চেষ্টা করিবে না। বাহিরে আপ্যায়ন, অন্তরে বিরক্তি,—অতিশয় দোষের। শ্রান্ত পথিকের পক্ষে সদয় আতিথ্য অতিশয় প্রীতির কারণ; ইহার বিবিধ দৃষ্টান্ত।

গৃহস্থের গৃহে অল্প কাল যিনি থাকেন তিনিই অতিথি। অতিথি-সেবা গৃহস্থের একটি পরম ধর্ম্ম।

কিন্তু অতিথিকে সুখে রাখিবার সর্ব্বপ্রধান আয়োজন সহৃদয়তা। অনেকে অতিথির প্রতি অশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন, অন্ন পান শয়ন প্রভৃতির কোন ত্রুটি হয় না, কিন্তু সে গৃহে হয় ত এক দিনের অধিক দুই দিন থাকিতে ইচ্ছা হয় না। অপর এক ব্যক্তির লৌকিকতা বড় অল্প, অতিরিক্ত সৌজন্য বা আত্যন্তিক ব্যগ্রতা নাই, কিন্তু কি যে এক প্রকার আত্মীয় ভাব আছে, যে জন্য প্রাণ মুগ্ধ হয়।

পাছে অভ্যাগত ব্যক্তির কোন ক্লেশ বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কা যাঁহার মনে স্বাভাবিক, পাছে তাঁহাকে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়, এই ভাবিয়া সেই সঙ্কুচিত ভাব দূর করিবার জন্য

যিনি ব্যস্ত, তিনিই প্রকৃত হৃদয়বান্ লোক। দেখাইবার ইচ্ছা সেখানে কিছুমাত্র নাই, যে কিছু সৌজন্য বাহিরে দেখা যায় তাহা আন্তরিক সদ্ভাবের প্রকাশ মাত্র।

নবাগত ব্যক্তিকে চিরপরিচিত মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা স্বাভাবিক নয়; কিন্তু যাঁহাকে গৃহে স্থান দেওয়া যায়, তাঁহাকে নিতান্ত বাহিরেও রাখা কর্ত্তব্য নয়। অর্থাৎ সন্তানটি তাঁহার কোলে দিব, গৃহের সুখের বিষয় যাহা কিছু তাহার অংশী করিব, আনন্দের সামগ্রী যাহা কিছু আছে দেখাইব।

মনু সস্ত্রীক হইয়া অতিথি সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অতিথি যিনি, তাঁহারও ত মাতা ভগিনী প্রভৃতি আছেন। যখন গৃহস্থের পত্নী ও কন্যা প্রভৃতি তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন, তখন বোধ হয় নিজ গৃহেই রহিয়াছেন। ইহাতে মনে এক প্রকার সাধুভাবের উদয় হয়।

নিজে অতিথির সেবা করিয়া সন্তানদিগকে অতিথি সেবার শিক্ষা দিতে হয়।

গৃহস্থের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি করা যেমন অতিথির কর্ত্তব্য, অতিথির সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া চলাও গৃহস্থের উচিত। অতিথি অভুক্ত থাকিতে গৃহস্থের আহার করিবার প্রথা এ দেশে নাই।

অতিথিকে তাঁহার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি অনুসারে থাকিতে দেওয়া উচিত। সকলের অভ্যাস সমান নয়। অতিথির জন্য

নিজেদের নিয়মের যদি কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হয়, তাহাও আনন্দিত চিত্তে বহন করা কর্ত্তব্য।

গৃহে অবস্থানকালে অতিথির কোন আচরণ যদি নিন্দনীয় বোধ হয়, তাহা হইলে তখন মৌনী থাকা কর্ত্তব্য; কিন্তু সে জন্য যত্নের ত্রুটি হওয়া উচিত নয়। উক্ত পরিচয় যদি কখনও আত্মীয়তাতে পরিণত হয়, তাহা হইলে তখন ঐ দোষ সংশোধনের প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য।

গৃহের রমণীরা অতিথির সেবা করিবেন, অসংকোচে অন্ন পানাদির দ্বারা পরিচর্য্যা করিবেন; সরল ভাবে মিশিবেন ও সৌজন্য প্রকাশ করিবেন; ইহাই আতিথ্যের সর্ব্বপ্রধান সুখ। নারীর পবিত্র সরল ব্যবহারের এক প্রকার শক্তি আছে, যদ্দ্বারা হৃদয় মনকে উন্নত করে।

আপনাদের যেরূপ অবস্থা, তদতিরিক্ত অতিথিকে দেখাইবার চেষ্টা করা ভাল নয়। ইহাতে চিত্তের যে সংকোচ ও ব্যয়-বাহুল্য উপস্থিত হয়, তাহাতে অচিরাৎ অতিথির উপর বিরক্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

অতিথিকে গৃহে স্থান দিয়া অনেক সময় গৃহস্থের আত্মার অধোগতি হয়। অন্তর যখন বলিতেছে, সে ব্যক্তি গৃহ হইতে গেলে বাঁচি, মুখে হয় ত সেই সময়ে তাঁহাকে রাখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করা হইতেছে। বাহির বাড়ীতে তাঁহার প্রতি যত্ন আদর দেখান হইতেছে, অন্তঃপুরে গৃহিণীর নিকট গিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা হইতেছে। কখনও

এরূপ হয়, অগ্রে দধি দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়া, অবশেষ হয়ত সামান্য অন্নজল দিতে হয়; অতিথি পরিবর্ত্তন দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য না বুঝিয়া কার্য্য করিলে এই প্রকার হয়।

গৃহের অবস্থা বুঝিয়া আতিথ্য স্বীকার করা যেমন অতিথির কর্ত্তব্য, নিজ অবস্থার পরিমাণাতিরিক্ত পরিচর্য্যা করাও তেমনি গৃহস্থের উচিত নয়। হিন্দু গৃহস্থগণ অতিথি-সেবার জন্য চির-প্রসিদ্ধ; বাস্তবিক এই সদ্‌গুণটি না থাকিলে জন-সমাজের আকর্ষণ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

প্রান্তরের মধ্যে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত ও দগ্ধপ্রায় হইয়া যদি একটি ছায়াযুক্ত বৃক্ষ পাওয়া যায় তাহাতে কেমন সুখ! একাকী বিদেশে বা অপরিচিত লোকদিগের মধ্যে পড়িয়া, যদি এমন একটি পরিবার পাওয়া যায়, যেখানে গিয়া দুইটি ক্ষুধার অন্ন ও শ্রান্তি দূর করিবার জন্য একটি শয্যা পাওয়া যায়, তাহা হইলে কত লাভ মনে হয়! ইহার উপরে যদি গৃহস্থের অকৃত্রিম সদ্ভাব, রমণীগণের স্নেহপূর্ণ পরিচর্য্যা, বালক বালিকাগণের সরল ও প্রসন্নতাপূর্ণ ক্রীড়া সম্ভোগ করা যায়, তাহা হইলে সুখের পরিসীমা থাকে না।

এক জন নীচ জাতীয় চাষা লোক এক বার এক জন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হয়। দিবা দ্বি-প্রহরের সময় ঐ দরিদ্র ব্যক্তি পরিশ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইল, তখন ঐ গৃহের কর্ত্রী ভোজনে বসিতে যাইতেছেন। দরিদ্র ব্যক্তিকে সমাগত দেখিবা

মাত্র তিনি বধূদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্ন ব্যঞ্জন আছে কি না? তাঁহারা বলিলেন, নাই। তখন কর্ত্রী ঠাকুরাণী নিজের অন্নগুলি তাহাকে দিয়া নিজের জন্য হাঁড়ি চড়াইয়া দিলেন। এবং কত মিষ্টবচনে তাহাকে আহার করাইলেন। দরিদ্র ব্যক্তি আহারান্তে গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "মা, এমন বামনের মেয়ে আমি কখনও দেখি নাই।"

এইখানে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তাঁহার আরাধ্যা জননী ভগবতী দেবীর বিষয়ে কিছু বলি। এক বার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পল্লীস্থ বাড়ীতে প্রায় রাত্রি দ্বি-প্রহরের সময় অন্য গ্রামের কতকগুলি বরযাত্র লোক উপস্থিত হইল। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দয়াশীলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি তখন নিদ্রিতা ছিলেন। বরযাত্রগণ কর্ত্রীর নিদ্রা-ভঙ্গের ভয়ে চুপে চুপে বাহির বাড়ীতে শয়নের বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময়ে মাতার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। তিনি গবাক্ষ দিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "ওরা কে?" পরিচয় লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাদের আহার হইয়াছে কি না? যখন শুনিলেন তাহাদের আহার হয় নাই, তখন সেই ষষ্টিপর বয়স্কা বৃদ্ধা নামিয়া আসিলেন; এবং নিজ উপযুক্ত পুত্রকে সহায় করিয়া সেই রাত্রে ২৫।৩০ জনের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করাইলেন।

এক জন ইংরাজ পর্য্যটক আফ্রিকা দেশের অসভ্য জাতি-দিগের মধ্যে অনেক দিন ভ্রমণ করেন। একদা তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত এবং পীড়িত হইয়া কোন অসভ্য গ্রামে আশ্রয় ভিক্ষা করেন।

উক্ত গ্রামের অসভ্য ও বর্ব্বর পুরুষগণ তাঁহাকে শুক্লকায় বলিয়া অপমান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিল। তিনি গ্রামের বাহিরে আসিয়া একটি বৃক্ষের তলে মুমূর্ষু প্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক সেখান দিয়া যায়। তাহারা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া গেল ; পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার শ্রান্তি দূর করিল ; এবং তাঁহার জন্য একটি নূতন গান বাঁধিয়া গাহিতে লাগিল ; সে গানটির মর্ম্ম এই,—"এ বিদেশে এই পথিকের মা নাই ভগিনী নাই ; আয় বোন্, আমরা ইহার মা ও ভগিনীর কাজ করি।" এই গল্পটি শুনিলেও হৃদয়ে সুখ হয়।

ধার্ম্মিক গৃহস্থের গৃহের দ্বার যেন অতিথির অভ্যর্থনার নিমিত্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য

পরিবারটিকে সুখের স্থান করিতে গিয়া প্রতিবেশীর প্রতি উদাসীন হইও না। বড় বড় নগরে প্রতিবেশীর সঙ্গে হৃদ্যতা প্রায় হয় না। 'অমেশক' স্বভাব। অপরের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হওয়ার কুফল। বড় সহরের প্রত্যেক পাড়ায় একটি করিয়া সকলের মিলন-স্থান থাকা ভাল। প্রেম ও স্বার্থত্যাগের দ্বারা প্রতিবেশীর হৃদয় জয় করিতে হয়।

পরিবার যদি সুখী পরিবার হয়, তাহার একটা বিপদ আছে; লোকে প্রতিবেশীর প্রতি উদাসীন হইতে পারে। পরিবার মধ্যেই যদি সকল প্রকার সুখ মিলিল, তাহা হইলে বাটীর বাহির হইবার প্রয়োজন থাকিল না। পিতা প্রত্যহ আমাদিগকে লইয়া উপাসনা করেন ও কত ধর্ম্মোপদেশ দেন, একখানি ভাল গ্রন্থ বাহির হইলেই কিনিয়া আমি ও ভাই ভগিনীতে বা স্ত্রীতে স্বামীতে মিলিয়া পড়ি, আমরা যখন শ্রান্ত হই তখন গীত বাদ্য আমোদ গৃহের মধ্যে সকলই পাই, তবে আর আরামের জন্য বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি? এতদ্দ্বারা নীতি সুরক্ষিত হয়; কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি বড় একটা টান থাকে না। ইংরাজদিগের পারিবারিক সুখ অধিক, সুতরাং তাঁহারা যেখানে আসিয়া বাস করেন, সে পাড়ার লোকের সহিত পরিচয় বোধ হয় দুই বৎসরেও হয় না। লোকে বলে

ইংরাজেরা আত্মম্ভরী ও অসামাজিক। ফরাসীরা ইহার বিপরীত। তাঁহাদের পারিবারিক বন্দোবস্ত এ প্রকার নয়; পারিবারিক সম্বন্ধের এত মিষ্টতা নাই; পরিবার মধ্যে পরস্পরের এত মিশামিশি নাই; সুতরাং তাঁহারা অধিক আলাপী ও মেশক।

পরিবারটিকে সুখের স্থান করিতে গিয়া একেবারে প্রতি-বেশীর প্রতি উদাসীন হইও না।

বড় বড় সহরের এই দোষ যে, কেহ কাহাকে দেখে না। এক বাড়ীতে লোক মরিতেছে, পার্শ্বের বাড়ীতে নৃত্য গীত চলিতেছে। পল্লীগ্রামে এরূপ হয় না। সেখানে এক গৃহস্থের দুঃখ হইলে, গ্রাম শুদ্ধ লোকে সংবাদ পায় এবং যথাসাধ্য সাহায্য করে। এই জন্য সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে থাকিতে ভাল লাগে। নিকটে নিকটে থাকিতে গেলে পরস্পর স্বার্থের সংশ্রব হয়; সুতরাং বিবাদ কলহ ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রতিবেশীকে যদি নিতান্ত পরের মত ব্যবহার কর, তবে তোমাকে ক্লেশ দিতে তাহার প্রাণে বাধিবে না; আর যদি তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া তাহাকে বশীভূত কর, অনেক বিবাদ না উঠিতেই মীমাংসা হইয়া যাইবে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রেমের দ্বারা প্রতিবেশীকে বাঁধিয়া রাখেন।

তুমি এক জন লোক পাড়াতে আছ, প্রত্যহ আমাদের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত কর; পাড়ার লোক থাকিল কি মরিল এক বার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর না; আপনারটি লইয়াই তুমি

ব্যস্ত থাক ; দেখিলে বোধ হয় তুমি আমাদের সহিত আলাপ করাকে তোমার গৌরবের হানিকর মনে কর ; এরূপ স্থলে তোমার প্রতি কি আমাদের ভালবাসা জন্মিতে পারে ? অনেক স্থলে দেখিয়াছি, এই কারণে পাড়ার লোক বিরক্ত হইয়া এক জন গৃহস্থের উপর নানা প্রকার উপদ্রব করিয়াছে।

আমাদের দেশে সেকালে বড় সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। সচরাচর এক বংশের জ্ঞাতিগণই এক পাড়াতে বাস করিতেন ; তাঁহারা সেই সমুদায় পরিবারকে আপনার লোক বলিয়া ভাবিতেন ; তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ যিনি, তিনি "কর্ত্তা" নাম পাইতেন। ইহা শ্রদ্ধা ভক্তির সম্বন্ধ। ইহার এমন গুণ যে কর্ত্তা সেই সকলগুলি পরিবারকে এক প্রকার নিজ পরিবার ভাবিতেন। রাত্রি দ্বি-প্রহরের সময় পাড়ার এক প্রান্তে একটি শিশুর গুরুতর পীড়া হইয়াছে, সেই রাত্রে কর্ত্তার নিদ্রা ভঙ্গ করান হইয়াছে, তিনি যষ্টিতে ভর করিয়া ভয়ার্ত্তা জননীকে অভয় দিতে আসিতেছেন। প্রতিবেশী সম্বন্ধের সে কালের সে মধুরতা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে।

"অন্যে তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, তুমি অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর,"—এই মহোপদেশ যদি কোথাও মনে রাখা আবশ্যক হয়, তাহা প্রতিবেশীদের মধ্যে। তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী বা পুত্র বড় পীড়িত ; তুমি যদি তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, রোগীর গৃহের অতি সন্নিকটে নিজের ইয়ার-বন্ধু লইয়া গীত বাদ্য অট্টহাস্য করিতে

পার, তবে তোমার প্রিয় কন্যাটি যে দিন রোগশয্যায় শয়ন করিবে, সে দিন যে সে সেই প্রকার ব্যবহার করিবে না, তাহা কে বলিল? তোমার বাড়ীতে পীড়ার সময় কেহ পার্শ্বে গোলযোগ করিলে যদি তুমি বিরক্ত হও, তাহা হইলে অন্যের বাড়ীতে পীড়ার সময় তুমি সেরূপ আচরণ করিও না। সকল বিষয়েই এই মূল নিয়ম মনে রাখিয়া কাজ করিবে।

এক প্রতিবেশে বাস করিবার সময় স্বাধীনতা ও একতা এই দুই মহৎ ভাব স্মরণ রাখিতে হইবে। অর্থাৎ সচরাচর কোনও গৃহস্থের স্বাধীনতাতে হস্ত দেওয়া হইবে না। প্রত্যেকে নিজের রুচি, অবস্থা, বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান অনুসারে কাজ করুক, এক ব্যক্তি যত ক্ষণ আমাদের কোন প্রকার ক্লেশ উৎপন্ন করিতেছে না, তত ক্ষণ তাহার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিব না; কাহারও পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তার্পণ করিব না। এই ভাবটি সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে হইবে। অথচ আবার পাড়ারই মধ্যে এমন স্থান ও সময় থাকিবে, যখন দশ জনে এক স্থানে মিলিব, পাঁচটা ভাল চর্চ্চা করিব, সাধারণ ভাবে পাড়ার সকলের কল্যাণ-চিন্তা করিব। এখানে সংবাদ পত্র সকল থাকিবে, ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করা হইবে।

প্রেমের মত পদার্থ কি আছে! একটি প্রকৃত প্রেমিক লোক যদি এক বাড়ীতে থাকে, বাড়ী শুদ্ধ লোক সুখী হয়। প্রেমিক হও, দেখিবে তোমার প্রতিবেশিগণ তোমার জন্য সুখী হইবে; দেখিবে তোমার দুঃখে তাহাদের চক্ষে জল পড়িবে।

তোমার মৃত্যু দিবসে কেবল তোমার বাড়ীতে হাহাকার উঠিবে না, কিন্তু পাড়ার সকল ঘরে ক্রন্দনের ধ্বনি উঠিবে।

প্রেমিক লোক যেমন প্রতিবেশিগণকে সুখী করেন, হিংস্রক ও স্বার্থপর লোক তেমনি পাড়ার কণ্টক। সে ব্যক্তির অনিষ্ট কামনা মনে মনে সকলেই করে; মরিলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেলে না।

প্রেম ও স্বার্থত্যাগই বশীকরণের মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা প্রতিবেশীর হৃদয় মন কাড়িয়া লও।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—বন্ধু ও বন্ধুতা

মানুষ সামাজিক জীব। আত্মীয়তা আছে বলিয়াই মানুষ জনসমাজকে
ভালবাসে। আত্মীয়তার অন্তঃপুরে বন্ধুতার ক্ষেত্র,—যেখানে
অবাধে মনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারি। প্রকৃত বন্ধু
পরিবারের সকল সুখে দুঃখে সঙ্গী; এমন কি গৃহের
বিবাদে মধ্যস্থ হন। পরিবারের ভাল বন্ধু
থাকিলে পারিবারিক সম্বন্ধসকলও
অধিক মিষ্ট হয়।

আমরা বলি মানুষ সামাজিক জীব, মানুষ একাকী থাকিয়া সুখী হয় না, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। ইহার অর্থ কি? জনসংখ্যা অল্প না হইয়া অধিক হইলেই কি সুখের কারণ হয়?

মনে কর এক জন পল্লীগ্রামের লোক কলিকাতার ন্যায় কোনও সহরে আসিয়াছে। সে সহরে তাহার পরিচিত একটিও মানুষ নাই। সে উক্ত সহরের রাজপথে দাঁড়াইয়াছে। অবিশ্রান্ত জনস্রোত চলিয়া যাইতেছে, প্রত্যেকেই স্বকার্য্যসাধনে তৎপর; কেহই তাহাকে চেনে না, কেহই তাহার দিকে দেখিতেছে না। সে যে দুই দিন অনাহারে আছে, তাহার যে মস্তক রাখিবার স্থান নাই, তাহা কেহ অনুসন্ধানও করিতেছে না। সে যদি হঠাৎ গাড়ীর তলে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সেই বিপুল

জনপুঞ্জের কাহারও ক্ষতি হইবে না। "এ কে? এ কে? কি করিয়া গাড়ীর তলে পড়িল?"—দাঁড়াইয়া এক বার জিজ্ঞাসা করিবে, পরে স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিবে। এই বিপুল প্রাণিপুঞ্জ কি ঐ পল্লীগ্রাম হইতে সমাগত ব্যক্তির পক্ষে জনসমাজ? ইহাকে ভালবাসে বলিয়া কি সে সামাজিক জীব?

এরূপ সহর ও জনশূন্য অরণ্য এই দুইয়ে তাহার নিকট কি প্রভেদ?

ইহা অপেক্ষা তাহার পল্লীগ্রাম তাহার নিকট অধিক প্রিয়; কারণ সেখানে তাহার বিষয়ে খবর লইবার, তাহার সুখে আনন্দিত হইবার ও দুঃখে আহা করিবার লোক আছে।

অতএব দেখ, আমরা সামাজিক জীব এ কথার অর্থ মূলে এই দাঁড়ায় যে, এ জগতে যে কয় জন লোক আমাদের খবর লয়, আমাদের সুখে সুখী হয়, দুঃখে আহা করে, অর্থাৎ যে কয় জন লোক আমাদের আত্মীয়, তাহারা জনসমাজের অঙ্গ বলিয়াই আমরা জনসমাজকে ভালবাসি। সামাজিকতার মূলে আত্মীয়তা।

ইহা আমরা আর এক প্রকারেও প্রমাণ করিতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের কতকগুলি আত্মীয় আছেন। সেইগুলিকে বাদ দিয়া যদি জনসমাজকে ভাবি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ের উপরে সে জনসমাজের কোনও আকর্ষণ থাকে কি না?

আত্মীয়তার আবার একটা অন্তঃপুর আছে। যত লোক আমাদিগকে উপরে উপরে জানে, উপরে উপরে ভালবাসে, সকলের কাছে কি আমরা মন খুলিতে পারি?

যেখানে অবাধে মন খুলিতে পারি না, সেখানে মিশিতে গেলেই একটু সংকোচের সহিত মিশিতে হয়; কি জানি কি ভাবে, ভাবিয়া কাজ করিতে হয়। সেই সংকোচ ও উৎকণ্ঠা চিত্তের এক প্রকার অসুখ উৎপন্ন করে। সুতরাং সে সঙ্গটা আত্মার আত্মীয়তার অন্তঃপুর নহে। যেখানে আমার আত্মা খোলা ও ঢাকা উভয়-চিন্তা বিরহিত হইয়া বাস করিতে পারে, সেইটাই আত্মীয়তার অন্তঃপুর। এই আত্মীয়তার নাম বন্ধুতা। ইহা এক বা দুই ব্যক্তির সহিত হয়।

বন্ধুতা আমাদের গৃহধর্ম্মকে মিষ্ট করিবার পক্ষে সহায়তা করে। ইহা আমাদের পারিবারিক আনন্দকে ঘনীভূত করে ও পারিবারিক ক্লেশকে লঘু করে। আমার বন্ধু আমার পারিবারিক বিপদে আমার কাছে। আমাদের পতি পত্নীর মধ্যে বিবাদ বাধিলে তিনি মধ্যস্থতা করেন; আমার সন্তান-গণের গুরুতর পীড়া হইলে তাঁহার আহার নিদ্রা থাকে না; রোগ-শয্যার পার্শ্বে সতত দেখিতে পাই; আমার বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে কোমর বাঁধেন; আমাদের বাড়ীতে কেহ মরিলে আমাদের ন্যায় তাঁহারও চক্ষে জলধারা বহে।

আমার বন্ধু, আমার পত্নীর দেবর বল, ভাই বল, বন্ধু বল, সকলি। বন্ধুতা কি কেবল পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতেই হইবে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে কি বিমল বন্ধুতা থাকিবে না? আমার বন্ধুর সহিত আমার পত্নীর গাঢ় বন্ধুতা; তিনি আমার

গৃহে পদার্পণ করিলে আমার পত্নী তখন তাঁর ক্রোড়ে শিশুটি দিয়া, প্রসন্ন মনে একান্তে বসিয়া সুখ দুঃখের কথা, ঘরকন্নার কথা, নিজের লুকান কথা বলিতে থাকেন, তখন দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগে। আমার স্ত্রীর অনেক মনের কথা, যাহা আমি জানি না, তাহা আমার বন্ধু জানেন ; সেই জন্য দেখি আমার স্ত্রীকে তিনি যেরূপ চালাইতে পারেন, সময়ে সময়ে আমি যেন তাহা পারি না।

আমার বন্ধুর প্রতি আমার কি নির্ভর ! তিনি সহরে আছেন, আমার একটা সাহস আছে। স্ত্রী পুত্র রাখিয়া কোথাও যাইতে আমি ভয় পাই না। জানি, নিজ স্ত্রী পুত্রের মত তিনি আমারও স্ত্রী পুত্রকে দেখিবেন।

আমার বন্ধুর পত্নীও আমার বাড়ীকে তাঁহার নিজের বাড়ী মনে করেন ; দুই গৃহিনীতে গলাগলি ভাব ; তিনি যখন আসিয়া আমার বাড়ীতে কাজ করিয়া বেড়ান, অথবা দুই গৃহিণীতে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করেন, দেখিয়া আমার চক্ষু জুড়াইয়া যায়, জীবনটা বড় মিষ্ট লাগে। সত্য সত্যই বন্ধুতা জীবন-পাত্রের মধু।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য

স্বদেশের প্রতি মানবের যেমন ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য আছে, তেমনি পরিবারগত কর্ত্তব্যও আছে। দেশের অবস্থা বিষয়ে সংবাদ লওয়া; সংবাদপত্র। বিশেষতঃ দেশের বিপদের সময়ে অথবা দেশবাসীর কোন উন্নত প্রয়াসে প্রত্যেক পরিবার তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইবেন। স্বদেশের উন্নতির জন্য অর্থ দান। স্বদেশ-সেবকগণের জন্য জুড়াইবার স্থানস্বরূপ হয় এমন কতকগুলি পরিবার থাকা আবশ্যক। স্বদেশের প্রতি উদাসীন হইয়া কেবল পারিবারিক সুখে মত্ত হওয়া মানবের পক্ষে অতিশয় হীনতা।

বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রত্যেক মানবের যেমন স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, প্রত্যেক পরিবারেরও সেইরূপ স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে।

যে সকল সদ্‌গুণে দেশ উজ্জ্বল ও সুরক্ষিত হয়, তাহা পরিবার মধ্যেই সাধন করিতে হইবে।

গৃহস্থের পরিবার দেশমধ্যে আপনাদিগকে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন বলিয়া অনুভব করিবেন না; কিন্তু দেশের ভদ্রাভদ্রের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন।

এজন্য পরিবার মধ্যে সংবাদ পত্রাদি লওয়া আবশ্যক, এবং নারীদিগকেও দেশের ভদ্রাভদ্র বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উচিত নয়। পরিবারের মধ্যে দশ জনে মিলিলেই অপরাপর পর্য্যালোচনার মধ্যে দেশের অবস্থা বিষয়েও পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

সাধারণতঃ পরিবার পরিজনের রক্ষা ও ভরণপোষণ অগ্রে কর্ত্তব্য ; কিন্তু এমন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ কারণ উপস্থিত হইতে পারে, যখন পরিবার পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্যের উপর, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য প্রবল হয়। যদি কোন বিদেশীয় জাতি দেশকে আক্রমণ করে, তখন পারিবারিক সুখ পায়ে ঠেলিয়া লোকে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া থাকে।

আর এই যে পারিবারিক সুখ ইহাই বা আমরা কিরূপে ভোগ করিতাম, কি করিয়াই বা নিরুপদ্রব শান্তিতে বাস করিতে পারিতাম, যদি স্বদেশবাসিগণ আইন আদালত প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া আমাদের প্রত্যেকের রক্ষা না করিতেন। যে বিধি-ব্যবস্থার গুণে আমি এবং আমার মত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি নিরুপদ্রবে শ্রমের অন্ন মুখে দিতে পারিতেছি, সেই বিধি-ব্যবস্থার রক্ষা বিষয়ে যে প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আমরা প্রত্যেকে যে জনসমাজের আশ্রয় পাইয়াছি, তাহার প্রতিদান স্বদেশকে অসময়ে সাহায্য করা। ইহা দিতে যে পরিবার অপ্রস্তুত, তাহা স্বার্থপরতার নিলয়।

দেশমধ্যে যত ভাল বিষয়ের চর্চ্চা হয়, যত সৎপ্রসঙ্গ উদিত হয়, সে সমুদয়ের সহিত পরিবারের যোগ রাখিতে হইবে। যেখানে অর্থদ্বারা সাহায্য করা সম্ভব, সেখানে অর্থদ্বারা সাহায্য কর ; যেখানে অপর কোন প্রকার সাহায্য করা প্রয়োজন, সেখানে সেই প্রকার সাহায্য দেও।

দেশের ধর্ম্মসংস্কার বা সমাজসংস্কার রূপ কঠিন ব্রতে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিরন্তর কত প্রকার কটূক্তি ও নির্যাতন সহ্য করিতে হয়; তাঁহারা যদি সেই সংগ্রামের মধ্যে কতকগুলি এমন পরিবার প্রাপ্ত হন, যেখানে গিয়া তাঁহারা হৃদয়ের তাপ জুড়াইতে পারেন, বিশুদ্ধ প্রীতি ও আত্মীয়তার সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন, উৎসাহ ও আশাপ্রদ বিশ্বাসের কথা শুনিতে পান, তাহা হইলেও তাঁহাদের হৃদয়কে কত সবল করা হয়।

মহাত্মা যীশু যখন সাধারণ লোকের দ্বারা তাড়িত ও অপমানিত হইয়া জেরুসালেম নগর হইতে ফিরিতেন, তখন বেথেনি নামক গ্রামের মার্থা ও মেরী নাম্নী দুই ভগিনী তাঁহাকে আপনাদের বাড়ীতে রাখিয়া শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার দেহের শ্রান্তি দূর করিতেন ও চিত্তের অবসাদ হরণ করিতেন। ইহাতেও কি কম সাহায্য হইত? অতএব যাঁহারা অর্থ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি বিষয়ে সাহায্য করিতে অশক্ত, তাঁহারা অন্য অনেক প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

একটা কথা আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষেই হউক আর পরিবার বিশেষেই হউক, সে কথাটা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। কথাটা এই,—ঈশ্বর আমাদিগকে দেহ মন, বল বুদ্ধি, ধন ঐশ্বর্য্য, সহায় সম্বল, সুবিধা সুযোগ, যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে তদ্দারা জগতের উন্নতি ও কল্যাণপক্ষে সহায়তা হইবে।

স্বদেশের প্রতি উদাসীন হইয়া যদি স্বীয় পরিবার মধ্যে বসিয়া কেবল পারিবারিক সুখ শান্তির উপভোগে মত্ত থাকি, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। অতএব স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কি, তাহা সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে হইবে।

ঈশ্বর আমাদিগকে এমন শক্তি দিয়াছেন যে, আমরা সমগ্র দেশটিকে আমাদের প্রেম-বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ করিতে পারি, তাহার কল্যাণের জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে পারি, তাহার দুর্গতি নিবারণ পক্ষে সাহায্য করিতে পারি। আমরা এমন শক্তি পাইয়াও কি সেই সকল শক্তিকে কেবল স্বার্থের সেবায় রত করিয়া রাখিব? তাহা হইলে আমরা মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত হইব। ঈশ্বর করুন, যেন আমরা জননীর ন্যায় জন্মভূমিকে ভালবাসিতে পারি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—পরিবারে ধর্ম্ম-সাধন

পরিবার মধ্যে ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। দৈনিক ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মসাধন। প্রাচীন সমাজে পরিবারে সম্মিলিত ধর্ম্মসাধনের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। নির্জ্জন উপাসনার জন্য সন্তানদিগকে উপাসনা-প্রণালী লিখিয়া দেওয়া। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও পরিবারে ধর্ম্মালাপ।—সপরিবারে প্রাত্যহিক ধর্ম্মসাধন। পারিবারিক উপাসনা পদ্ধতির একটি প্রণালী।

মানব-জীবন, মানব-গৃহ, মানব-সমাজ সকলি যখন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন পরিবার মধ্যে ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা থাকা অতীব প্রয়োজনীয়।

আমাদের ধর্ম্মপ্রধান দেশে হিন্দুপরিবারসকল ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে জড়িত। বার মাসে তের পার্ব্বণ, ব্রত নিয়ম, জপ উপবাস, গৃহে প্রত্যহ দেবপূজা, মধ্যে মধ্যে কথকতা গান কীর্ত্তন,—এ সকলে দেশের লোকের ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

ব্রাহ্মণসন্তানকে এক দিন উপবীত দিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রতিষ্ঠা করা হয়; তৎপরে প্রতিদিন তাহার সন্ধ্যা আহ্নিক ও ধর্ম্ম-কর্ম্মের সাহায্যাদি চলিতে থাকে। ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগেরও ধর্ম্মদীক্ষার দিন আছে; তৎপরে তাহাদিগকে ধর্ম্মসাধনে নিযুক্ত হইতে হয়।

যত দূর বুঝিতে পারি, হিন্দু আচার্য্যগণ ধর্ম্মসাধনকে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের কাজ বলিয়া দেখিয়াছিলেন। প্রত্যেক পুরুষ বা রমণী নিজ নিজ ধর্ম্মসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। যে সকল স্থানে পৈতৃক গৃহদেবতা আছেন সেখানে তাঁহার পূজা করা এক ব্যক্তির কাজ। আমার পিতামহাশয় পূজা করিতেছেন, সে সময়ে হয়ত জননীদেবী রন্ধনশালায় পাককার্য্যে নিযুক্ত, আমি হয়ত বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতেছি। আমার মাতাঠাকুরাণী স্নানান্তে তাঁর শিবপূজাতে নিযুক্ত আছেন, আমার ভগিনী হয়ত কড়ি লইয়া সঙ্গিনীর সহিত খেলিতে বসিয়াছে। ঠাকুর ঘরের ঠাকুর পূজাতে যে আমাদের সকলকেই উপস্থিত থাকিতে হইবে বা যোগ দিতে হইবে, তাহা নহে।

ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধন অতীব প্রয়োজনীয়। এমন একটি সময় থাকা উচিত, যখন প্রত্যেক বালক বালিকাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইবে, তাহাকে সাধনপ্রণালী বলিয়া দেওয়া হইবে ; এবং তদনুসারে তাহা করিতেছে কি না তাহা দেখিতে হইবে।

যাহারা সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের পূজাকে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের উপাসনাপ্রণালী তদনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। পিতা মাতা এক একটি উপাসনাপ্রণালী লিখিয়া সন্তানদিগকে দিবেন, তাহারা তদনুসারে নির্জ্জনে উপাসনা করিবে। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের রীতি প্রবর্ত্তিত করিবেন, তাহারা নির্জ্জনে পাঠ করিয়া ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিবে। মধ্যে মধ্যে

তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে আলাপাদি করিবেন, যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মভাব জাগ্রত থাকে, তাহা দেখিবেন।

এই ত ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা। কিন্তু ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়; সপরিবারে ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থাও থাকা উচিত। পিতা মাতা ভাই ভগিনী অতিথি অভ্যাগত সকলে একত্র হইয়া দিনে দুই বার, অন্ততঃ এক বার, ঈশ্বরচরণে বসিয়া তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের মুখে উপাসনাদি করিবার অভ্যাস নাই, তাঁহারা মুদ্রিত উপাসনাপ্রণালী প্রভৃতি হইতে পাঠ করিয়া উপাসনা করিতে পারেন। এতদর্থ "ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী" নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থ হইতে একটি পারিবারিক উপাসনা-প্রণালী প্রদত্ত হইল।

পারিবারিক উপাসনা পদ্ধতি

পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, বধূ, জামাতা, অতিথি, বন্ধু প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলে উপাসনাগৃহে যথাসময়ে সমবেত হইলে, প্রথমে একটি ব্রহ্মসংগীত হইবে। তদনন্তর পিতা বা মাতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা তাঁহাদের নিযুক্ত যে কেহ কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে বা কোনও আচার্য্যের উপদেশ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিবেন। পাঠ্য বিষয় এরূপ ভাবে মনোনীত করিতে হইবে, যেন পড়িতে ৫।৭ মিনিটের অধিক কাল না লাগে।

তৎপরে যাঁহার প্রতি উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহের ভার আছে, তিনি হয় নিজে 'সত্যং জ্ঞান মনন্তং' প্রভৃতি পাঠ করিয়া

সংক্ষেপে আরাধনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, না হয়, নিম্নলিখিত স্তুতি বা ইহার অনুরূপ কোনও স্তুতি পাঠ করিবেন বা নিজে করিবেন।

স্তুতি

হে মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতা পরম পুরুষ! তোমার চরণে আমরা সপরিবারে বসিয়াছি। যদিও জানি তুমি আমাদের স্তুতির অপেক্ষা কর না, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র রসনা এমন কিছু বলিতে পারে না, যাহা তোমার মহিমাকে আংশিক রূপেও প্রকাশ করিতে পারে, তথাপি হে বিভো, তোমার স্মরণে ও মননে আমাদের আনন্দ। আমরা কিছু ইচ্ছা করিয়া এ জগতে আসি নাই; তুমি আমাদিগকে সত্তা দিয়াছ বলিয়া আমরা সত্তা পাইয়াছি। যদ্দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে ও পাইতেছে, সে সকল বস্তু আমরা সৃষ্টি করি নাই; তোমার মঙ্গল বিধানেই আমরা সে সকল পাইয়াছি। তুমি আমাদিগকে তোমার এই সুন্দর জগতে রাখিয়া আমাদের দেহ মন ও আত্মাকে পালন করিতেছ। আমাদিগকে যেমন চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল দিয়াছ, তেমনি সেই ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য কত রূপ, কত রস, কত গন্ধে জগৎকে পূর্ণ করিয়াছ। যেমন আমাদিগকে জ্ঞানের ও বিচারের শক্তি দিয়াছ, তেমনি জ্ঞানের সামগ্রী সকলকে জলে, স্থলে, শূন্যে সর্ব্বত্র প্রসারিত রাখিয়াছ। যেমন আমাদিগকে হৃদয় দিয়াছ,

তেমনি স্নেহ, দয়া, দাম্পত্য-প্রেম, বন্ধুতা প্রভৃতি নানা সদ্ভাবে মানব-সমাজকে পূর্ণ করিয়াছ। সর্ব্বোপরি আমাদিগকে যেমন অমর আত্মা দিয়াছ, তেমনি নিজে সেই আত্মার ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার বারি হইয়া রহিয়াছ। এই যে আমরা তোমাকে জানিতে ও প্রীতি করিতে পারিতেছি, ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব। ইহাতেই আমাদের আত্মার জীবন। সন্তানগণ যেমন জনক জননীর নিকট যায়, তেমনি যে আমরা আমাদের দুঃখ কষ্টের বোঝা লইয়া তোমার চরণে আসিতে পারিতেছি, ইহা আমাদের অমূল্য অধিকার। তুমি আমাদের প্রতি যত প্রকারে কৃপা করিয়াছ, এই কৃপা তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃপা যে, আমরা তোমার সহিত প্রীতির যোগ নিবদ্ধ করিতে পারি। আমরা তোমাকে কত ধন্যবাদ করিব? তুমি আমাদিগকে এত সুখের সামগ্রী দিয়া অবশেষে সুখের ভরা পূর্ণ করিবার জন্য আপনাকে জানিতে দিয়াছ। আমাদের এই গৃহ পরিবারে তোমার পবিত্র আসন; আমাদের সকল সম্বন্ধের মধ্যে তোমার হাত; আমরা যে একত্র বসিয়াছি, তুমি আমাদিগকে একত্র বাঁধিয়াছ সেই জন্য। তোমাকে আর দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না; তুমি আমাদের গৃহে, আমাদের হৃদয়ে। আশীর্ব্বাদ কর আমরা তোমার মঙ্গলছায়া যেন গৃহের মধ্যেই দেখিতে পাই; তোমার প্রসাদ যেন এই জীবনেই অনুভব করি; তোমার প্রতি যেন আমাদের প্রীতি অর্পিত থাকে, এবং সেই প্রীতি যেন আমাদের দাম্পত্য প্রেম, স্নেহ, বাৎসল্য, বন্ধুতা

সকলকে পবিত্র ও মধুময় করে। আমরা যেন বিমল হৃদয়ে তোমার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি, এবং পরস্পরের সাহায্যে তোমাকে আরও উজ্জ্বলরূপে জানিতে ও প্রীতি করিতে পারি। হে বিভো! আমাদের মৌখিক পূজা কিছুই নয়; আমরা যেন আমাদের সমগ্র জীবন ও চরিত্রের দ্বারা তোমার পূজার উপযুক্ত হইতে পারি। যেন হৃদয় মনকে নির্ম্মল রাখিয়া এবং জীবনের কর্ত্তব্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া, তোমার চরণে বসিবার উপযুক্ত হই। জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যে দৃঢ়তা, ও নর-সেবা,—এই যে পূর্ণাঙ্গ সাধু চরিত্রের আদর্শ, ইহা যেন আমাদের গৃহ পরিবারে আমরা সাধন করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে যে সুখ সম্পদ দিয়াছ, তাহা কেবলমাত্র আমাদের নিজের জন্য নহে, তাহা অপরেরও জন্য, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি। আমাদিগকে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে রক্ষা কর; এবং দিন দিন তোমার পথে অগ্রসর কর।

পূর্ব্বোক্ত স্তুতির পর সকলে সমস্বরে নিম্নলিখিত বন্দনা বা তদনুরূপ একটি বন্দনা গান করিবেন।

বন্দনা

আজি গো সকলে, তব পদতলে,
পূজিতে সদলে, এসেছি দয়াময়!
লও হে বন্দনা, করিয়ে করুণা,
ভবের যাতনা ঘুচুক সমুদয়।

আমরা কি জানি, কিরূপে বাখানি
জগত-জননি! মহিমা তোমারি?
না পাই কিনারা, হই দিশা-হারা,
ভয়ে হই সারা, কহিতে না পারি।
করুণা করিয়ে, সে ভয় হরিয়ে,
নিজে প্রকাশিয়ে দে'ও পরিচয়:
অমনি উঠিয়ে আসি মা ছুটিয়ে,
ডাকি মা বলিয়ে পাইয়ে অভয়!
তাই ত প্রেমহার চরণে তোমার
আজিকে উপহার দিতেছি জননি!
জানি ত কিছু নয়, তবু ত মনে লয়,
হইয়ে সদয়, লবে তা আপনি!
লও তবে সে হার, করুণা তোমার,
জানি গো অপার, অধম সন্তানে;
সেই কৃপা-গুণে, মোদের ভবনে,
পাত গো আসনে, থাক থাক প্রাণে।
থাকি তব পাশে, থাকি তব বাসে,
তোমারি আদেশে, ধরি গো জীবনে;
তোমারি মননে, তোমারি কীর্ত্তনে,
যেন নিশি দিনে, থাকি এ ভবনে॥*

তৎপরে সকলে নিম্নলিখিত প্রণতি পাঠ পূর্ব্বক উপাসনা সাঙ্গ করিবেন।

* "কোথা আছ প্রভু" ইত্যাদি ব্রহ্মসঙ্গীতে উল্লিখিত বন্দনার সুর।

প্রণতি

নমো নমস্তে ভগবন্, দীনানাং শরণ প্রভো,
নমস্তে করুণাসিন্ধো, নমস্তে মোক্ষদায়ক।
পিতা পাতা পরিত্রাতা ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তিঃ পরা সম্পৎ, ত্বমেব জগতাং পতিঃ।
পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে, মোহ-নীহার-সংবৃতে,
ভবাব্ধৌ দুস্তরে, নাথ, নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
ত্বৎ-কৃপা-তরণিং দেহি দেহি নাথ বরাভয়ং,
মৃত্যুমায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহি মেঽমৃতং।
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্ত্যাত্মা ভক্তস্তে, ভক্ত-বৎসল,
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নি স্ত্বৎপ্রসাদাৎ পরেশ্বর।

হে ভগবন্, হে দীনশরণ, হে প্রভো, তোমাকে বার বার প্রণাম! হে করুণাসিন্ধো, হে মুক্তিদাতা, তোমাকে প্রণাম। তুমি পিতা, পাতা, পরিত্রাতা, একমাত্র আশ্রয় ও সুহৃৎ; এই পাপসংকুল ও মোহ-কুজ্ঝটিকাবৃত সংসারসাগরে তোমার কৃপাই তরণি স্বরূপ। হে নাথ, সেই তরণি আমাদিগকে দেও, আমাদিগকে বরাভয় দান কর। মৃত্যুমায়াময় এই ঘোর সংসারে আমাদিগকে অমৃতধাম দেখাও। হে ভক্তবৎসল, তোমার প্রসাদে পাপাগ্নি নির্ব্বাণ হউক, ও তোমার ভক্ত ত্বরায় শান্তিলাভ করুক।

সমাপ্ত

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আরও কয়েকখানি পুস্তক

ব্রাহ্মধর্ম্মঃ
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান
রামমোহন ব্রহ্ম সঙ্গীত
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা
ব্রহ্মসঙ্গীত
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ
ধর্ম্মসাধন
সঙ্গীত মুকুল
শ্রদ্ধায় স্মরণ
ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা
ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন
সাধন সঙ্কেত
জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায়
বাংলার নারী জাগরণ
ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া
রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন
রামমোহন প্রসঙ্গ
জীবনালোক
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস